সাফল্যের ৫ বছর

(২০০৯–২০১৩)

৪৭৫২৭৮
৩৯০৭০২
৫৬৮০৬২
৬০৭৭৯৮
৪০৯২৫৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

৫ বছরের সাফল্যের প্রতিবেদন

(২০০৯-২০১৩)

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনায়ঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৪

উপদেষ্টা ঃ ড. খোন্দকার শওকত হোসেন
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

(১)	**জনাব মোঃ হজরত আলী** অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**আহ্বায়ক**
(২)	**জনাব মোঃ আব্দুর রউফ** যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য**
(৩)	**জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম** যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য**
(৪)	**জনাব মোঃ খালিদ মাহমুদ** যুগ্মসচিব (সংস্থা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য**
(৫)	**জনাব মোঃ আকরাম হোসেন** যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য**
(৬)	**জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক** যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য**
(৭)	**জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব), বোয়েসেল	**সদস্য**
(৮)	**গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি** উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	**সদস্য**
(৯)	**জনাব মোঃ মতিয়র রহমান** উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	**সদস্য**
(১০)	**জনাব জাবেদ আহমেদ** অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) (প্রশাসন), বিএমইটি	**সদস্য**
(১১)	**জনাব সুশান্ত কুমার সরকার** উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয় অধিশাখা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	**সদস্য সচিব**

সহযোগিতায়ঃ মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

মুদ্রণেঃ- **এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সল্যুশন**
৪৮/এবি (৭ম তলা), বায়তুল খায়ের, পুরানা পল্টন, ঢাকা
টেলিফোন ঃ ৯৫৫৩১৬৩, ৭১১৭৮৯৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৩ ০১৪৯৩৩, ০১৯১২ ১২৮৮৮৩
E-mail : info@adfairbd.com, mhasantipu@gmail.com
Website : www.adfairbd.com

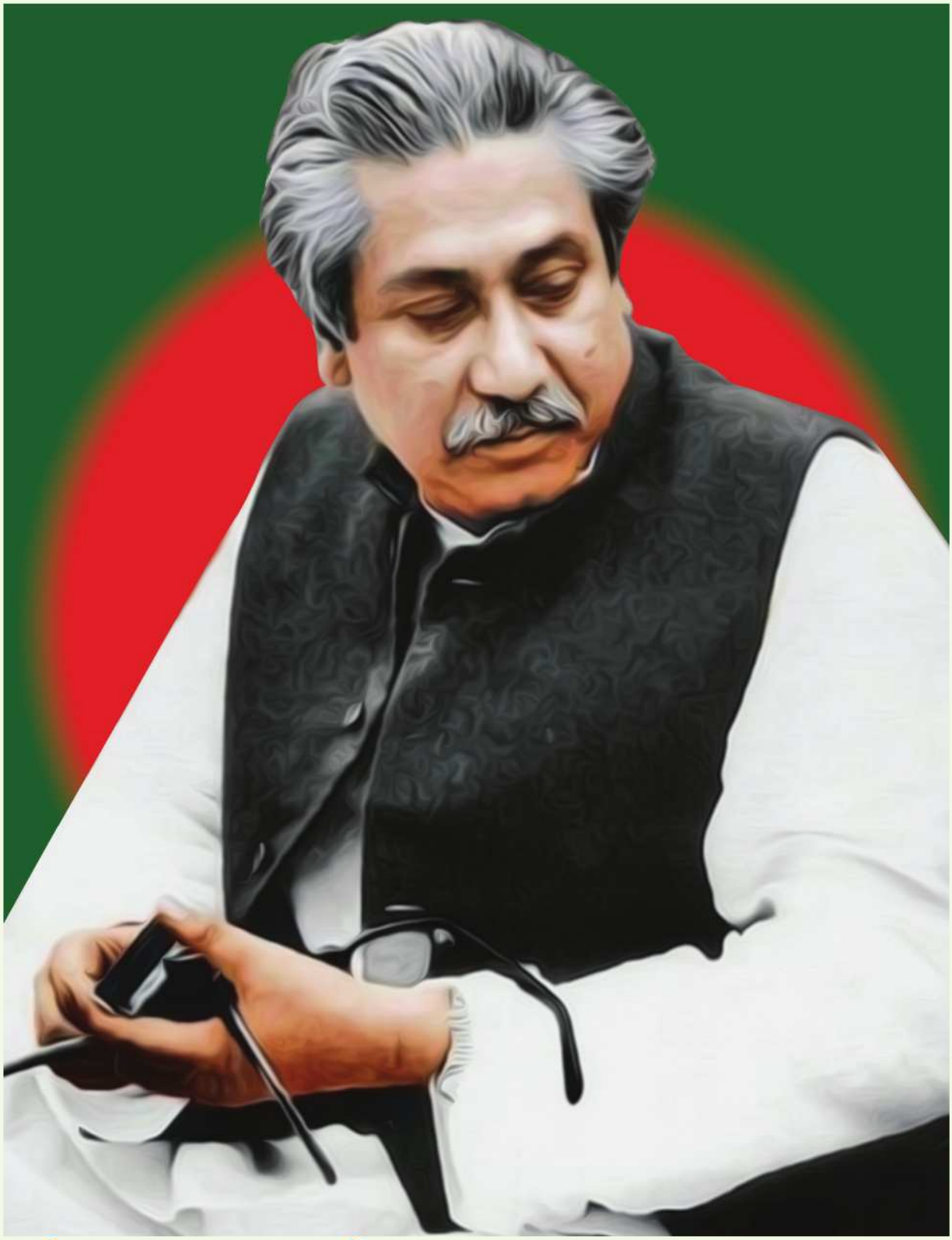

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

মহাজোট সরকারের গত মেয়াদের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'সাফল্যের ৫ বছর' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ক্রমঘন উন্নয়নশীল দেশ। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের অভ্যন্তরে বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব নিরসন একটি দুরূহ কাজ। সে দিক থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভিবাসনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান রেমিটেন্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। আমি আশা করি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে কম খরচে কর্মী প্রেরণ, বিদেশে কর্মরত কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ, তাদের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, কর্মস্থলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানসহ তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। এ মন্ত্রণালয়ের গতিশীল কর্মকাণ্ডে দেশের অভিবাসন খাতের যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে "সাফল্যের ৫ বছর" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে গত পাঁচ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মী প্রেরণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে।

জি টু জি পদ্ধতিতে খুবই কম খরচে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ব্যাংক হতে অভিবাসী কর্মীগণ সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রবাসীদের মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণও সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। গত পাঁচ বছরে প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিটেন্স আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে যে কোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী করেছে।

আমি আশা করি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আরও বেশী নিবেদিত হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান মহাজোট সরকারের বিগত মেয়াদের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর 'সাফল্যের ৫ বছর' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, হয়রানী রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। অভিবাসী কর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে ধারণ করে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য অভিবাসন ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন, বাধ্যতামূলক অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অন-লাইন ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা সৃষ্টি করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক থেকে কর্মী প্রেরণ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের দৌরাত্ম্য অনেকাংশে কমে গিয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ও 'রূপকল্প-২০২১' বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অভিবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাশা পূরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এ প্রকাশনার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গতিশীল কর্মকাণ্ড এবং স্বচ্ছ ও নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে জনগণ সম্যক ধারণা পাবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আগামী দিনগুলোতে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম,পি)

সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহাজোট সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর 'সাফল্যের ৫ বছর' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ এবং অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে; দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে শক্তিশালী। বিদেশের শ্রম বাজারে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে। প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। তাই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হলে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকার দেশে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সরকার টু সরকার (জি টু জি) পদ্ধতিতে স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার বাংলাদেশের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছে এবং খুবই স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণপূর্বক প্রশাসনিক সহায়তা ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান ১৩টি শ্রম উইং এর জনবল বৃদ্ধিকরণসহ হংকং, গ্রীস, স্পেন, থাইল্যান্ড, রাশিয়া, মালদ্বীপ, ইটালী (মিলান) ও অষ্ট্রেলিয়ায় নতুন শ্রম উইং খোলার কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অভিবাসীদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদারকি, প্রতারণারোধ ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজশর্তে ঋণ প্রদান, ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' কাজ করে যাচ্ছে। এ সব কর্মকান্ড অভিবাসীদের কল্যাণে নিবেদিত। বর্তমান সরকারের ৫ বছরে দেশব্যাপী এবং বহির্বিশ্বে পরিচালিত এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ জনগনের কাছে তুলে ধরাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য। এ পুস্তিকা প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ড, আন্তরিকতা এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আগামী দিন গুলোতেও অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. খোন্দকার শওকত হোসেন)

যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

বর্তমান মহাজোট সরকার ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর ইতোমধ্যে ৫ বছরের মেয়াদ সম্পন্ন করেছে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিফলিত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে প্রণীত 'রূপকল্প-২০২১' সামনে রেখে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওপর সরকারের অর্পিত দায়িত্ব অনুসারে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষন প্রদান এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তব সম্মত বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান যথাক্রমেঃ- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডসহ বিদেশে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮ টি শ্রম উইং রয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় এবং অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় সরকার এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের নাগরিকদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশব্যাপী দক্ষ জনশক্তি তৈরী করছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৯টি দেশে ৮৭ লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছেন। গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৫ লক্ষ কর্মী পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করেছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৩ জন বাংলাদেশি কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৩ জন মহিলা কর্মী। বর্তমান সরকারের গত পাঁচ অর্থ বছরের (২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত) মোট রেমিটেন্স প্রবাহ ছিল ৫৯.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটাবেজে

প্রায় ২২ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে ৪৮ টি স্কিল ক্যাটাগরির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করায় ভিসার সঠিকতা যাচাই করা সহজ হয়েছে ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম, পি মহোদয়ের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সুদক্ষ দিক নির্দেশনা ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলে বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে দৃশ্যমান গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে। বিগত বছর গুলোতে এ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন হার প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

পরিশেষে, এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রকাশনা কমিটির সকল সদস্যের কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এ পুস্তিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ।

প্রকাশনাটি নির্ভুল করার আপ্রান প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যেতে পারে। আশা করি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রকাশনাটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোঃ আবদুর রউফ

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**	১৮
	১.১ পটভূমি ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৮
	১.২ ভিশন ও মিশন	১৮
	১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল কাঠামো	১৮
	১.৪ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী	১৯
	১.৫ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	২০
	১.৫.১ নতুন শ্রম উইং সৃজন	২০
	১.৫.২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন	২০
	১.৫.৩ অভিবাসন ব্যয় হ্রাস	২১
	১.৫.৪ জি-টু-জি পদ্ধতিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ	২১
	১.৫.৫ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর	২২
	১.৫.৬ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন	২২
	১.৫.৭ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল	২২
	১.৫.৮ এডিপির আওতায় বিগত ৫ বছরে বাস্তবায়িত এবং চলমান প্রকল্পের তালিকা	২৩
	১.৫.৯ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন	২৭
	১.৫.১০ কলম্বো প্রসেস সম্মেলন আয়োজন	২৮
	১.৫.১১ নিরাপদ ও সম্মানজনক বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরী ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	৩০
	১.৫.১২ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা	৩২
	১.৬ বিগত চার দলীয় জোট সরকার এবং মহাজোট সরকারের সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্যের তুলনামূলক বিবরণী	৩৩
২.	**জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)**	৩৮
	২.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য	৩৮
	২.২ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য	৩৮
	২.২.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স	৩৮
	২.২.২ শ্রেণী ভিত্তিক কর্মী প্রেরণ	৩৯
	২.২.৩ দেশ ভিত্তিক কর্মী প্রেরণ ও রেমিটেন্স আহরণ	৪০
	২.২.৪ বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৪২
	২.২.৫ বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৪৬
	২.২.৬ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৪৯

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)	৫২
	৩.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য	৫২
	৩.২ পরিচালনা বোর্ড	৫২
	৩.৩ কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫৪
	৩.৩.১ দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ	৫৪
	৩.৩.২ বিদেশে নারী কর্মী প্রেরণ	৫৬
	৩.৩.৩ বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী প্রেরণ	৫৭
	৩.৩.৪ বিভিন্ন দেশে পুরুষ গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ	৫৭
	৩.৩.৫ বিনা খরচে অভিবাসন	৫৮
	৩.৪ বোয়েসেলের সাফল্য	৫৯
	৩.৫ বিগত ৫ বছরে বোয়েসেলের অর্জন	৬১
৪.	ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড	৬৩
	৪.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য	৬৩
	৪.২ ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম	৬৩
	৪.৩ বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে সম্পাদিত কল্যাণমূলক কার্যক্রম	৬৩
	৪.৩.১ প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	৬৩
	৪.৩.২ মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ	৬৪
	৪.৩.৩ মৃতদেহ দেশে আনয়ন	৬৪
	৪.৩.৪ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	৬৫
	৪.৩.৫ পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	৬৬
	৪.৩.৬ প্রাক-বহির্গমণ ব্রিফিং	৬৬
	৪.৩.৭ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	৬৬
	৪.৩.৮ প্রবাসে শিক্ষা কার্যক্রম	৬৭
	৪.৩.৯ আপদকালে কর্মীদের সহায়তা প্রদান	৬৭
	৪.৩.১০ প্রবাসে সেইফহোম প্রতিষ্ঠা	৬৮
	৪.৩.১১ আটক কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ ফেরত আনয়ন	৬৮
	৪.৩.১২ বিমান বন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন	৬৮
	৪.৩.১৩ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা প্রদান	৬৯
	৪.৩.১৪ প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ	৬৯
	৪.৩.১৫ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান	৬৯
৫.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৭১
	৫.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্য	৭১
	৫.২ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	৭১
	৫.২.১ ঋণ বিতরণ	৭১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৫.২.২ ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ	৭৪
	৫.২.৩ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন	৭৪
	৫.২.৪ Help Desk স্থাপন	৭৫
	৫.২.৫ ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কিম চালু	৭৬
	৫.২.৬ অনলাইন ব্যাংকিং চালু	৭৬
	৫.২.৭ ব্যতিক্রমধর্মী সেবা প্রদান	৭৬
	৫.২.৮ আমানত প্রকল্পসমূহ	৭৭
৬.	ফটো গ্যালারী	৭৮-৮৪

সাফল্যের ৫ বছর

(২০০৯-২০১৩)

৪৭৫২৭৮
৩৯০৭০২
৫৬৮০৬২
৬০৭৭৯৮
৪০৯২৫৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২, পুরাতন এলিফেন্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পটভূমি ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপর সত্তরের দশকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক অভিবাসন শুরু হয়। তখন সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে এবং বিশাল শ্রম-উদ্বৃত্ত কাজে লাগানোর জন্য দেশে যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতাত্তোর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার লক্ষ্যে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) নামে একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর হতে মূলত: মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোয় বাংলাদেশী কর্মীদের অভিবাসন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহির্মুখী শ্রম-অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সরকার ২০০১ সালে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। বিএমইটি নবগঠিত এই মন্ত্রণালয়ের একটি নির্বাহী সংস্থারূপে সংযুক্ত হয়। শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিভুক্ত হয়। শ্রম-অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহের তদারকিতেও এ মন্ত্রণালয় ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৪ সালে সরকারি পর্যায়ে কর্মী বাছাই ও বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি রিক্রুটিং সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে, ২০১১ সালের এপ্রিলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ ও সহায়তায় সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করে।

২.০ ভিশন ও মিশন ঃ

ভিশনঃ

বিশ্ব শ্রম বাজারে সঠিক চাহিদার নিরিখে যথাযথ কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দ্বারা দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং সর্বক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণসহ অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।

মিশনঃ

- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- অভিবাসী কর্মীগণের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যমান আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান;
- আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুসারে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উন্নয়ন।

৩.০ প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল কাঠামো ঃ

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ৪টি উইং রয়েছে, যথাঃ (১) প্রশাসন ও অর্থ উইং (২) কর্মসংস্থান উইং (৩) প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন উইং (৪) মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট উইং। এছাড়া বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কার্যাবলী তদারকী এবং প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কল্যাণ ও মিশন উইং নামে পৃথক একটি উইং কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান রয়েছে যথা: (ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) (খ) বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) (গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক; এবং (ঘ) ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

৩.২ জনবল কাঠামো ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুমোদিত পদের সংখ্যা মোট ১৩৯টি। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীর ২৬ জন, ২য় শ্রেণীর ১৩ জন, ৩য় শ্রেণীর ১৮ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ১৬ জন সর্বমোট ৭৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্বের ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে। যে সব দেশে এই শ্রম উইংগুলো অবস্থিত সেগুলো হলো: সৌদি আরব (রিয়াদ, জেদ্দা), সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবী, দুবাই), লিবিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমান, ইরাক, জাপান, জর্ডান, ইতালি (মিলান), ব্রুনাই, গ্রীস, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, স্পেন, সুইজারল্যান্ড (পি আর জেনেভা), মালদ্বীপ, রাশিয়া, থাইল্যান্ড ও হংকং।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

- প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ;
- অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পৃক্তকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সর্বস্তরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং এ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা, প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন;
- বিদেশে বাংলাদেশীদের সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ত বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পাদন;
- মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয়াদি সম্পর্কে যাবতীয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;
- মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাধীন বিষয়াদি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- বিদেশে কর্মী প্রেরণে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহে বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত;
- সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আধুনিকীকরণ;
- দেশ বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কারিগর সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কর্মী নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ও আধুনিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ নৌ-কারিগর সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ;
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অধিক হারে ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ;
- বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্যে বিদেশে নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান;
- নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণা;
- নতুন/অপ্রচলিত শ্রম বাজারের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীসমূহ এবং সম্ভাব্য অন্যান্য নিয়োগকারীদের ডাটাবেইজ তৈরী সংরক্ষণ ও হালাগাদ করণ;
- নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ যে সকল দেশে পেশাভিত্তিক কর্মীর চাহিদা বিষয়ক তথ্য/উপাত্ত, গবেষণা, পর্যালোচনা ও নীতি প্রণয়ন;
- শ্রম বাজারের চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদ করণ;

- মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন;
- CIP (NRB) সহ অন্যান্য বিশেষ প্রবাসী নাগরিক সুবিধা সম্পর্কিত কার্যাদি;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;
- বৈধভাবে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিষয় বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষাকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের কার্যকলাপের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি/অভিবাসন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা;
- যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কর্মী প্রেরণকারী এজেন্সীর বিরুদ্ধে আইগত ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন কার্যক্রম প্রতিরোধকরণ।
- প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ ও সমাধান;
- বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিঃ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী তদারকি;
- বিএমইটিসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কোম্পানীর কার্যাবলী তদারকি;

৫.০ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ঃ

৫.১ নতুন শ্রম উইং সৃজন ঃ

প্রবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা, কল্যাণ এবং বিদেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণ ও অনুসন্ধানের জন্য বিগত ৫ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে। প্রবাসী কর্মীদের সেবা প্রদান, তাদের বিভিন্ন সমস্যায় সহায়তা প্রদান, নতুন কর্মী নিয়োগে প্রচেষ্টা গ্রহণ, নতুন নতুন ট্রেডের চাহিদা নিরূপন, ভবিষ্যতে কি কি ট্রেডে কর্মীর চাহিদা সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন শ্রম উইং খোলা জরুরী হয়ে পড়ায় ২০১৩ সালে আরো ১২টি শ্রম উইং নতুনভাবে সৃজন করা হয়। এ শ্রম উইংগুলো হচ্ছে– ইতালির মিলান, ব্রুনাই, গ্রীস, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, স্পেন, পি আর জেনেভা, মালদ্বীপ, রাশিয়া, থাইল্যান্ড ও হংকং। দূতাবাসগুলোতে জনবল স্বল্পতা বিবেচনায় শ্রম উইংসমূহে বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৮টি পদের সাথে ২০০৯ সালে কাউন্সেলর– ২টি, প্রথম সচিব– ৬টি, দ্বিতীয় সচিব–২টি এবং সহায়ক কর্মচারীর ২৩টি পদসহ মোট ৩৩টি পদ সৃজন করা হয় এবং জনবল নিয়োগ দেয়া হয়। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে ১৩টি শ্রম উইং ছিল। বর্তমানে এর সংখ্যা ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যমান ১৬টি শ্রম উইংয়ের সাথে ২০১৩ সালে নতুন সৃজিত ১২টি শ্রম উইং এর জন্য ৪টি মিনিস্টার, ৪টি কাউন্সিলর, ১৩টি প্রথম সচিব এবং ৮০টি সহায়ক পদসহ মোট ১০১টি পদ সৃজিত হয়েছে। বর্তমানে ২৮টি শ্রম উইংয়ের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

৫.২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন ঃ

অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট) এর নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স রয়েছে। টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। অবৈধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা রোধকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রিক্রুটিং এজেন্সী / ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ গমনে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চাকুরির নিশ্চয়তা/ পার্টটাইম কাজ/ ওয়ার্ক পারমিট এর প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে সে সকল বিজ্ঞাপন বন্ধে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ফলে সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বৈদেশিক পার্টটাইম কাজ/ ওয়ার্ক পারমিট এর বিজ্ঞপ্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।এছাড়া রিক্রুটিং এজেন্টের

লাইসেন্স অনুমোদনের শর্তাবলী প্রতিপালন, রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে অনিয়ম, অভিবাসন ব্যয় নির্ধারিত হারে গ্রহণ, অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি মনিটরিংসহ নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারকির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসী দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইতোপূর্বে উদযাপিত অভিবাসী দিবসে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী যেমন-সভা/সমাবেশ/র‍্যালীসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। অধিকন্তু, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ মনিটরিংপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের দুর্বলতা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, দক্ষ জনশক্তি গড়তে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান করেছে। অভিবাসন ব্যয় হ্রাস ও অবৈধ ভিসা ট্রেডিং বন্ধের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বিএমইটির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 'Committee for Combating Visa Trading' গঠন করা হয়েছে। অভিবাসন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩' এর আওতায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে ৮টি ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC) এর সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। গাইডলাইনের মাধ্যমে ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC) সমূহের স্থানীয় অংশীদারদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে।

৫.৩ অভিবাসন ব্যয় হ্রাস :

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত মধ্যস্বত্বভোগী/দালালদের অত্যধিক মুনাফা লাভের কারণে বাংলাদেশের অভিবাসন ব্যয় বিশ্বের কর্মী প্রেরণকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এ কারণে বিদেশগামী কর্মীরা প্রায়ই ঋণে জর্জরিত হয়ে থাকে, বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থান করতে বাধ্য হয় এবং কখনো কখনো অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। ফলে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসন ব্যয় হ্রাসে কাজ করে যাচ্ছে।

৫.৪ জি-টু-জি পদ্ধতিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ :

এ মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী পদক্ষেপের ফলে মালয়েশিয়ায় জি-টু-জি পদ্ধতির মাধ্যমে কম খরচে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়া ছাড়া অন্যান্য দেশেও কম খরচে কর্মী প্রেরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণে মাথাপিছু ২৪,০০০/- থেকে ২৭,০০০/- টাকা, সৌদি আরবে ১৭,৪০০/- টাকা, জর্ডানে বিনা খরচে মহিলা কর্মী প্রেরণ এবং ইপিএস এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বমোট ৮৫০ মার্কিন ডলারে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে।

জি-টু-জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমান কর্মীগণ।

৫.৫ সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর ঃ

কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহে কর্মী প্রেরণ, সেদেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা ও অধিকার সংরক্ষণে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি অথবা সমঝোতা স্মারক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার বিগত বছরসমূহে মালদ্বীপ (২০১১), জর্ডান (২০১২), হংকং (২০১২) এবং ইরাক (২০১৩) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়ার (২০১২) সাথে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারক নবায়ন করেছে এবং মালয়েশিয়ার (২০১২) সাথে নতুন করে সরকারিভাবে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

৫.৬ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ঃ

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, বিদেশে গমনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান, নিরাপদ অভিবাসনে সহায়তা প্রদান, প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীকে আইনগত সহায়তা প্রদান, বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দাফনে সহায়তা প্রদান, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার নিমিত্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক' স্থাপন করা হয়েছে। জেলার একজন সহকারী কমিশনার এ ডেস্কের দায়িত্ব পালন করেন।

৫.৭ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল ঃ

এ মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের আওতায় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৭০(সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রদত্ত ৭০(সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০(একশত চল্লিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এঁর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ড-কে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বিগত ০৫(পাঁচ) বছরে উক্ত তহবিলের অর্থ দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/স্কীমসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে রেমিট্যান্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহ একক টাকায়)

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
১.	"Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong" শীর্ষক স্কীম	৯,৩৫,৬৫,০০০/- ০১-০১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।	৪০,৩০,৬০০/-	২৮৯,২৯,০০০/-	৩,২৯,৫৯,৬০০/-	১১ টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৬৫ জন)

(অংকসমূহ একক টাকায়)

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
২.	"২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম" শীর্ষক কর্মসূচি	৪,৫৭,০০,০০০/- ০১-০১-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত	১,৯৩,০০,০০০/-	৬৬,০০,০০০/-	২,৫৯,০০,০০০/-	২০টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ১,৬০০ জন)
৩.	সৌদি আরব গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক Orientation Training	১২,০০,০০০/- ০১-০১-২০১২ থেকে চলমান।	৩,৬০,০০০/-	৯৮,৩০,৪৪০/-	২১,৯০,৪৪০/-	বিকেটিটিসি ও বিজেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪,৯৭২ জন)
৪.	জেলা প্রশাসক ও বোয়েসেলের মাধ্যমে আগত কর্মীদের হুইজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স	১৩,৬৫,৫২০/- ০২-০৫-২০১১ থেকে চলমান	৮,২৩,১৯০/-	৫,৬৯,১০০/-	১৩,৯২,২৯০/-	বিকেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৫১৭ জন)
৫.	জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪০,৬০,০০০/- ০৯-০৭-২০১২ থেকে চলমান	২৩,১০,০০০/-	-	২৩,১০,০০০/-	১৪টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত (উপকারভোগীর সংখ্যা ৬২৯ জন)
৬.	'দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ' সংক্রান্ত কর্মসূচি	৪,১৪,০৫,০০০/- ০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত	-	-	-	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, প্রকবৈকম কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন
৭.	"বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল"	৩,৪২,৫০,০০০/- ০১-০৪-২০১৩ থেকে ৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত	৭১,১০,০০০/-	-	৭১,১০,০০০/-	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, প্রকবৈকম (কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন)
৮.	"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি" শীর্ষক কার্যক্রম	৮৩,০০,০০০/- ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ (অদ্যাবধি চলমান রয়েছে)	২০,০০,০০০/	৯৭,০০,০০০/-	৩৭,০০,০০০/-	অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল, প্রকবৈকম (উপকারভোগীঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)
৯.	সারাদেশের ৬৪টি জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান	৩২,০০,০০০/- ২২-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ থেকে চলমান	৩২,০০,০০০/-	২,৯৭,৬০০/-	৩৪,৯৭,৬০০/-	(উপকারভোগীঃ সংশ্লিষ্ট জেলার অধিবাসীগণ)

৫.৮ এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এডিপির আওতায় বিগত ৫ বছরে বাস্তবায়িত এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের তালিকা ঃ

(ক) সমাপ্ত প্রকল্প ঃ

ক্রঃ নং	(ক) প্রকল্পের নাম (খ) মেয়াদকাল	প্রকল্প ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যাবলী
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ		
১.	ক) ইউএন-জিওবি জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন খ) জানুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১২	৩২৩.২০ (৩২৩.২০)	বিভাগীয় পর্যায়ে বিদেশ গমনেচ্ছু প্রশিক্ষণার্থীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ সেমিনারের আয়োজন, বিএমইটি ও বিমানবন্দরের হেল্প ডেস্ক এর সাথে হটলাইন স্থাপন, বিভিন্নভাবে নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টি, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দর ও ঢাকা বিমান বন্দরের হেল্প ডেস্ক আরও শক্তিশালীকরণ, এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	(ক) প্রকল্পের নাম (খ) মেয়াদকাল	প্রকল্প ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যাবলী
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ		
২.	ক) নেটওয়ার্কস ফর প্রিভেনশন এন্ড প্রোটেকশন অব ওমেন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কস ফ্রম ভায়োলেন্স। খ) জানুয়ারী ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১২	৬৯.০০ (৬৯.০০)	(a) Organize roundtable discussions on Violence in the migration cycle during the day of activism; (b) Establish a national Network of gatekeepers and stakeholders to prevent VAW and protect the victims of VAW; (c) Raise public awareness through media advocacy on zero tolerance to VAW.
৩.	Economic Empowerment of Women Migrant Workers from Bangladesh খ) অক্টোবর ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২	৫৩.২৮ (৫৩.২৮)	(ক) মহিলা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য hotline প্রতিষ্ঠা; (খ) লিবিয়া ফেরৎ শ্রমিকদের পুনরায় বিদেশে পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি; (গ) Standard employment contract এবং MOU পুনরালোচনা; (ঘ) Caregiver কোর্সের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল update; (ঙ) দেশে ফেরত মহিলা কর্মীদের re-Integration; এবং (চ) প্রশিক্ষণ, সভা সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন।

(খ) চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	(ক) প্রকল্পের নাম (খ) মেয়াদকাল	প্রকল্প ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যাবলী	ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
	বিনিয়োগ প্রকল্প ঃ			
১.	ক) মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি মেরিন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) খ) এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৪	২১১০৬.৯৩ (--)	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল নৌ-যোগাযোগ ও শিপ বিল্ডিং সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে ৫টি জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী স্থাপন।	৪৫%
২.	ক) বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) খ) জুলাই ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৫	৮২৫৭৯.৭৩ (--)	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল দেশের বেকার যুবকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরী ও ভকেশনাল) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এই ২৭টি জেলা হলো : সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী , গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, নওগাঁ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বি-বাড়িয়া, ফেনী, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা।	৪২%
৩.	ক) বিএমইটির আওতাধীন পুরাতন ১৯টি টিটিসিসমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়) খ) অক্টোবর ২০১১ - সেপ্টেম্বর ২০১৪	৪২৪৯.০০ (--)	(ক) দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি সরবরাহ; (খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নতুন ৪টি আবাসিক ভবন নির্মাণ; (গ) বিদ্যমান ১৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অফিস, ওয়ার্কশপ এবং আবাসিক ভবনসমূহ সংস্কার; (ঘ) বিদ্যমান ১৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ; (ঙ) প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি।	৪৮%
৪.	ক) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি পশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষনার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) খ) জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭	৪৮৪৮.০০ (--)	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান ৩৭ টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) এবং নির্মাণাধীন ২৭টি নতুন টিটিসি ও ৫ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহের প্রশিক্ষণার্থীগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং তাদের ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে নিয়মিত বৃত্তি ও পুস্তকসহ প্রশিক্ষণ সহায়ক দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য এককালিন অর্থ প্রদান করা।	৪%

নির্মাণাধীন মেরিন ইনস্টিটিউট, বাগেরহাট

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), গোপালগঞ্জ

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), চুয়াডাঙ্গা

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), নড়াইল

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ

১.	ক) Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong খ) জানুয়ারি ২০১২ – ডিসেম্বর ২০১৪	৪৬২৬.৫৪ (৩৮৮৮.০০)	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের আধুনিকায়ন ও সংস্কার; আসবাবপত্র ক্রয়;এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়।	৯৯%
২.	ক) Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh খ) জুলাই ২০১১ – জুন ২০১৪	২৮৭০.০০ (২৮৭০.০০)	• Preparation of national migration Policy; • Improvement of operational efficiency and effectiveness in overseas employment promotion, and • Social protection for Bangladesh workers specially for women.	৪৫%
৩.	ক) Institutional Support for Migrant Workers' Remittances খ) জানুয়ারি ২০১২ ডিসেম্বর ২০১৪	১৮২.৯১ (১৫৯.২৫)	• Mass awareness creation and information dissemination; • Campaign production; • Enterprise development support.	০০%

৫.৯ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন ঃ

অভিবাসী কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশে ২০০৮ সাল থেকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সকল জেলা ও উপজেলা এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের অংশগ্রহণে এ দিবসটি প্রতিবছর উদযাপিত হচ্ছে। ২০১০ এবং ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জব ফেয়ার, সেমিনার, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবসে বক্তব্য রাখছেন মোশাররফ হোসেন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৫.১০ কলম্বো প্রসেস (Colombo Process) সম্মেলন আয়োজন ঃ

কলম্বো প্রসেস হচ্ছে এশিয়ার ১১টি অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী দেশের আঞ্চলিক সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে কর্মী প্রেরণের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কর্মীদের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই এ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম কর্মী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে কলম্বো প্রসেসের সদস্য। বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে ২১ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত কলম্বো প্রসেসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। কলম্বো প্রসেসের মন্ত্রী পর্যায়ের ১ম সম্মেলন ২০০৩ সালে শ্রীলংকায়, ২য় সম্মেলন ২০০৪ সালে ফিলিপাইনে এবং ৩য় সম্মেলন ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কলম্বো প্রসেসের সভাপতি হিসেবে জনশক্তি প্রেরণকারী ১১টিদেশের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ঢাকায় ১৯-২১ এপ্রিল ২০১১ Fourth Ministerial Consultation on Overseas Employment and contractual Labour for Countries of Origin in Asia শীর্ষক সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করে। এতে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪র্থ কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ৪র্থ কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের থিম ছিল Migration with Dignity। এ সম্মেলনে জনশক্তি প্রেরণকারী ১১টি দেশ ছাড়াও ৯টি কর্মী নিয়োগকারী দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। কলম্বো প্রসেস সম্মেলনে অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং মর্যাদার সাথে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে 'ঢাকা ঘোষণা' গৃহীত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

৫.১১ নিরাপদ ও সম্মানজনক বৈদেশিক কর্মসংস্থান, দক্ষ কর্মী তৈরী ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ঃ

বর্তমান সরকারের আমলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করেছে। জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৩ জন বাংলাদেশি কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে বিদেশে জনশক্তি প্রেরণের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬২২ জন। এ ক্ষেত্রে স্মরণকালের সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের সময়ে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের তুলনায় ১০ লক্ষের অধিক বাংলাদেশি কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ফলে শুধু যে রেমিটেন্স প্রবাহই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, একইসাথে দেশীয় শ্রমবাজার ও বেকারত্বের হারকেও সহনীয় পর্যায়ে রেখেছে।

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ঃ

বর্তমান সরকারের সময়ে শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে বিশ্বের ৯৭টি দেশে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণ করা হ'ত। বর্তমান সরকারের বাস্তবসম্মত শ্রম কূটনীতির সাফল্যের কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৫৯টি দেশে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরিত হচ্ছে। বর্তমানে ৮৭ লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও প্রবাসীদের কল্যাণ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসী কর্মীদের অধিকতর সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১২ (বার)টি নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা ঃ

বর্তমান সরকার দক্ষ কর্মী অভিবাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়কাল (২০০২-০৬) হতে বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়কালে (২০০৯-১৩) শুধুমাত্র দক্ষ কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান ৫২.৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আধা-দক্ষ কর্মী প্রেরণের হার ৩৫.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণতঃ কম দক্ষ কর্মী দেশের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এ ক্যাটাগরিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখতে পারছে।

অনগ্রসর অঞ্চল হতে কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি ঃ

বর্তমান সরকারের সময়ে জেলা ভিত্তিক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-১৫) বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চল হতে কর্মী অভিবাসনের বিষয়টি প্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২০১০ সালে রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং রাজশাহী বিভাগ হতে বিদেশগামী কর্মীর হার ছিল মোট বিদেশগামী কর্মীর শতকরা ২২ ভাগ, যা ২০১৩ সালে ৩৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হতে নারী কর্মী অভিবাসন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে এ সকল অঞ্চল হতে শতকরা ৩০ ভাগ নারী কর্মী বিদেশে গেলেও ২০১৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০%।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী ঃ

বর্তমান সরকার নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী অভিবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। **নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানে** বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে (২০০৯-১৩) উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে ৫ (পাঁচ) বছরে (২০০২-০৬) মোট ৪৬ হাজার ৪৪৩ জন নারী কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল। বর্তমান মহাজোট

সরকারের মেয়াদে (২০০৯-১৩) ইতোমধ্যেই ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৩ জন মহিলা কর্মী কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের আমলে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৭০ জন বেশি নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে, যা বিদেশগামী নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রমাণ করে।

জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের গুরুত্ব ঃ

রেমিটেন্স প্রবাহে ২০০৯-২০১৩ বছরগুলোতে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে, যা বিগত চার দলীয় জোটি সরকারের সময় বছরগুলোতে ছিল মাত্র ৩ হাজার ৬শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বিগত চারদলীয় জোটি সরকারের তুলনায় বর্তমান মহাজোটি সরকারের আমলে (২০০৯-২০১৩) গত পাঁচ অর্থ বছরের রেমিটেন্স প্রবাহ ২৩৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত চারদলীয় জোটি সরকারের পাঁচ অর্থ বছরে (২০০১-০২ হতে ২০০৫-০৬ পর্যন্ত) মোট রেমিটেন্স প্রবাহ ছিল ১৮.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বর্তমান জোটি সরকারের গত পাঁচ অর্থ বছরের (২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত) মোট রেমিটেন্স প্রবাহ ছিল ৬১.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত চার দলীয় জোটি সরকার থেকে ৪৩.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী। জাতীয় অর্থনীতিতে রেমিটেন্সের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। রেমিটেন্স মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ১১.৪৯ শতাংশ। রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ভিত্তি রচিত হতে পারে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন ঃ

রূপকল্প-২০২১ সামনে রেখে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রণয়ন করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্তমানে ডাটাবেজে প্রায় ২২ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে প্রায় ৪৮ টি স্কিল ক্যাটাগরির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়াও স্মার্ট কার্ডে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালু করে ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

অবৈধ কর্মী বৈধকরণ ঃ

সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে মালয়েশিয়ায় ২,৬৭,৮০৩ জন, সৌদি আরবে প্রায় ৮,০০,০০০ জন ও ইরাকে প্রায় ১০,০০০ জনসহ মোট প্রায় ১১ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মীকে বৈধ করা হয়েছে।

ইরাকের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নাসার আল রুবাইই'র সাথে বৈদেশিক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি।

৫.১২ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ

বর্তমান সরকার নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিগত সরকারের আমলে শ্রম অভিবাসনের অব্যবস্থাপনা এবং সুশাসনের অভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে। বর্তমান সরকার অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং মর্যাদাসম্পন্ন নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

১) বর্তমান সরকার কর্তৃক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩' অনুমোদনের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় হয়রানি, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য, রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, দালালদের অবৈধ তৎপরতা রোধ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২) বর্তমানে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬' কে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য নীতিটি সংশোধনপূর্বক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৪' এর খসড়া প্রণয়ন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নীতিতে নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর মর্যাদা সহকারে অভিবাসন ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‌্যাব এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সদস্যদের নিয়ে শ্রম অভিবাসনে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের অমানবিক আচরণ ও অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি 'ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স' গঠিত হয়েছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ করে আসছে।

৬.০ বিগত চার দলীয় জোট সরকার এবং মহাজোট সরকারের সময়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্যের তুলনামূলক বিবরণী

ক্রঃ নং	বিষয়	বিগত জোট সরকারের সময় (অক্টোবর ২০০১ হতে সেপ্টেম্বর/২০০৬) ৫ বছর	বর্তমান সরকারের সময় (২০০৯ হতে ২০১৩)	মন্তব্য
১	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১৩ লক্ষ ৫৩৭ জন	২৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৩ জন	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার ৮৮% বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ১১ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৫৬ জন বেশী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে।
২	শ্রমবাজার সম্প্রসারণ	বিশ্বের ৯৭টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হ'ত।	বর্তমানে বিশ্বের ১৫৯টি দেশে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।	প্রচলিত শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি ৬২টি নতুন দেশে কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স	১৮.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৬১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	রেমিটেন্স প্রাপ্তির হার ২৩৭% বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ৪৩.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী রেমিটেন্স এসেছে।
৪	নারী অভিবাসন	৪৩ হাজার ৮৩৮ জন	১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২১৩ জন	নারী অভিবাসন ২৯৭% বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৭৫ জন বেশী নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে।

নারী কর্মীদের অভিবাসনের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

ক্রঃ নং	বিষয়	বিগত জোট সরকারের সময় (অক্টোবর ২০০১ হতে সেপ্টেম্বর/২০০৬) ৫ বছর	বর্তমান সরকারের সময় (২০০৯ হতে ২০১৩)	মন্তব্য
৫	সরকারি পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতিতে স্বল্প অভিবাসন ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণ	সরকারি পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণ করা হয়নি।	সরকারি পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতিতে বোয়েসেলের মাধ্যমে মাত্র ৮৫০ মার্কিন ডলার অভিবাসন ব্যয়ে কোরিয়াতে এবং ৯০ হাজার টাকা অভিবাসন ব্যয়ে জর্ডানে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতিতে বিএমইটির মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে মাত্র ২৪,০০০ টাকা থেকে ২৭,০০০ টাকা অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএমইটির মাধ্যমে বিনা খরচে জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।	একইভাবে হংকংসহ বিভিন্ন দেশে স্বল্পব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৬	অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন	বিগত সরকারের সময়ে বিএমইটিতে কেবলমাত্র বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের একটি ডাটাব্যাংক স্থাপন করা হয়েছিল।	বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ অভিবাসন কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করেছে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, বিদেশগামী কর্মীদের ছবিসহ ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ, আয়কর ও কল্যাণ ফি সংগ্রহ করা, অনলাইনে ভিসা চেকিং, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল এবং আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ ডাটাবেজ তৈরীর লক্ষ্যে সারাদেশের ইউনিয়ন ও তথ্যসেবা কেন্দ্র হতে অনলাইনে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।	অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজড হওয়ার কারনে মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলুপ্ত করে এ খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৭	স্মার্ট কার্ড প্রদান	ইতোপূর্বে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়নি।	বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হচ্ছে।	স্মার্ট কার্ডে কর্মীর ছবি, ফিঙ্গার প্রিন্ট, কর্মীর সকল তথ্য ও নিয়োগকর্তার তথ্য থাকায় একজনের পরিবর্তে অন্য কর্মীর বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয়েছে এবং জরুরী প্রয়োজনে কর্মীর যেকোন তথ্য সহজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।
৮	অনলাইনে ভিসা যাচাই	বিদেশগামী কর্মীর ভিসা অনলাইনে যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না।	বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, কাতার ও বাহরাইনের ভিসা অনলাইনে যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	এ সকল দেশে অনলাইনে ভিসা যাচাইয়ের সুযোগ থাকায় ঐ সকল দেশে জাল ভিসায় বিদেশ গমন বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।
৯	অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ	অনলাইনে অভিযোগের দাখিলের কোন সুযোগ ছিল না।	www.ovijogbmet.org ওয়েবসাইটের মাধ্যম অনলাইনে অভিযোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।	অনলাইনে ৫১৫ টি অভিযোগপত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৩০৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২১০ টি অভিযোগ বর্তমানে তদন্তনাধীন আছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	বিগত জোট সরকারের সময় (অক্টোবর ২০০১ হতে সেপ্টেম্বর/২০০৬) ৫ বছর	বর্তমান সরকারের সময় (২০০৯ হতে ২০১৩)	মন্তব্য
১০	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন	প্রবাসীদের জন্য বিশেষায়িত কোন ব্যাংক ছিল না।	প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহায়তা এবং দেশে ফিরে কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেয়াসহ প্রবাসীদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের উদ্বোধন করেন।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এ পর্যন্ত ৩৩০৩ জন বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ বাবদ প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।
১১	লাশ দাফন ও পরিবহন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর লাশ দাফন ও পরিবহন খরচ বাবদ ইতোপূর্বে ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হ'ত।	বর্তমানে মৃতের লাশ দাফন ও পরিবহন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। মৃতের লাশ বিমানবন্দর হতে মৃতের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	বর্তমানে বিমানবন্দরেই ৩৫ হাজার টাকার চেক মৃতের ওয়ারিশদের প্রদান করা হচ্ছে।
১২	মৃতের পরিবারকে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রদান	প্রবাস মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হ'ত। ২০০১খ্রিঃ হতে ২০০৬খ্রিঃ পর্যন্ত মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৫১ হাজার ১৭৬ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	বর্তমানে মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল ২০১৩ হতে আর্থিক অনুদান ৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বাবদ ৭৪ কোটি ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	অনুদানের পরিমাণ ৬৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭ হাজার ৮৭৭ টাকা তথা ৬৬২% বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩	দূতাবাসের মাধ্যমে মৃত কর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া আদায়	প্রবাসে মৃত ২৫৪১ কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন বাবদ ২০০২ হতে ২০০৬খ্রিঃ পর্যন্ত ৬৯ কোটি ৬২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	প্রবাসে মৃত ২২৫৮ কর্মীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন বাবদ ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ১২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৭৯ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	দূতাবাসের মাধ্যমে কর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া আদায়ের পরিমান ৭৩% বেশী অর্থাৎ ৫১ কোটি ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪	দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন	এ ধরণের কোন তহবিল ছিল না।	মোট ১৪০ কোটি টাকার সিড মানি দিয়ে 'দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।	এ তহবিল হতে প্রতি বছর অর্জিত প্রায় ১৪ কোটি টাকা মুনাফা দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
১৫	অভিবাসন আইন সংশোধন	---	'ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২' আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন, ২০১৩' নামে একটি নতুন আইন ইতোমধ্যে সংসদে পাস হয়েছে।	আইনটি পাস হওয়ায় নিরাপদ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রিক্রুটিং এজেন্সীর জবাবদিহিতা অনেক বেশি নিশ্চিত হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	বিগত জোট সরকারের সময় (অক্টোবর ২০০১ হতে সেপ্টেম্বর/২০০৬) ৫ বছর	বর্তমান সরকারের সময় (২০০৯ হতে ২০১৩)	মন্তব্য
১৬	নতুন শ্রম উইং সৃষ্টি ও জনবল বৃদ্ধি	বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে ১৩টি শ্রম উইং ছিল।	বিদ্যমান ১৩টি শ্রম উইং-এর জনবল বৃদ্ধি করে ৪৮ জন হতে ৮১ জনে উন্নীত করা হয়েছে। জর্ডান, জাপান ও ইটালীতে ৩টি নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে এবং আরও ১২টি নতুন শ্রম উইং স্থাপনসহ বর্তমানে ২৫ টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং পরিচালনা করা হচ্ছে।	নতুন শ্রম উইং সৃষ্টি ও বিদ্যমান শ্রমউইংগুলোর জনবল বৃদ্ধি করায় প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের প্রশাসনিক সহায়তা ও কল্যাণমূলক সেবা প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৭	কনভেনশন অনুস্বাক্ষর	জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সনদ ১৯৯০ অনুস্বাক্ষর করা হয়নি।	বর্তমান সরকার গত ২৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে সনদটি অনুসমর্থন করেছে।	সনদটি অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো।
১৮	লিবিয়া সংকটে বাংলাদেশী কর্মীদের সফলভাবে ফিরিয়ে আনা ও ঋণ প্রদান	---	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক লিবিয়া সংকটে ক্ষতিগ্রস্থ ৩৬ হাজার ৬৫৬ জন কর্মীকে দ্রুততম সময়ে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	দ্রুততম সময়ে সুষ্ঠুভাবে লিবিয়া হতে বাংলাদেশী কর্মীদের ফেরত আনতে পারায় দেশে বিদেশে বাংলাদেশ সরকার প্রশংসিত হয়েছে।
১৯	মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	বিগত সরকারের সময়ে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার।	বর্তমান সরকারের সময়ে ৪৮ টি ট্রেডে প্রায় ৩.৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।	বৈদেশিক নিয়োগকর্তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ মান যুগোপযোগী করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ২৩ টি ট্রেড চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২০	বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না।	মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ২১ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করাসহ সকল দেশে গমণের পূর্বে ওরিয়েন্টেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় বিদেশে নারী গৃহকর্মীর নিয়োগকর্তাদের গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং এ কারণে দিন দিন নারী কর্মীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২১	বিদেশগামী কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান	---	বর্তমানে সৌদিআরবগামী কর্মীদের বিনাখরচে ৩ দিনের এবং মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের ১০ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	পর্যায়ক্রমে বিদেশগামী সকল দেশের কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে।
২২	নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	---	১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি জেলায় নতুন ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫টি মেরিন ইন্সিটিটিউট অব টেকনোলজি নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।	নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি চালু হলে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা দ্বিগুণে উন্নীত হবে।
২৩	ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন	এ ধরনের কোন টাস্কফোর্স ছিল না।	অবৈধ এবং অনিয়মিত অভিবাসন রোধকল্পে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, র‍্যাব ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি স্থায়ী ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।	টাস্কফোর্স গঠনের উদ্যোগটি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়েছে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে তৎকালীন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সেন্টার ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) তে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৬০৮৭ জন কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে ব্যুরো সরাসরি বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। পরবর্তীতে বিদেশগামীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকার নির্ধারিত বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বিদেশে কর্মী প্রেরণের জন্য ১৯৮৪ সন থেকে রিক্রুটিং লাইসেন্স প্রদান শুরু করে। এ পর্যন্ত ১২৫২ টি রিক্রুটিং এজেন্সীর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সীর সংখ্যা প্রায় ৯০০ টি। বিএমইটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণীর কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। বর্তমানে প্রতিবছর গড়ে ৫ লক্ষাধিক কর্মীর কর্মসংস্থানসহ বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে। একজন মহাপরিচালক, দু'জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পাঁচজন পরিচালক ও অন্যান্য সহযোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে সর্বমোট ২৩০১ জনের জনবল কাঠামো নিয়ে ব্যুরোর প্রশাসনিক কাঠামো গঠিত। কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ নামে দু'টি মূল উইং এবং এর অধীনে ৫ টি শাখার মাধ্যমে ব্যুরোর সার্বিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২. বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য ঃ

২.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স ঃ

ILO কর্তৃক প্রকাশিত Global Employment Trend ২০১৪ অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি প্রেরণ অব্যাহত আছে। তাদের প্রেরিত রেমিটেন্সের কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

বিদেশে কর্মী প্রেরণ নির্ভর করে সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশে বিদেশি কর্মীর চাহিদার ওপর। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অভিবাসী কর্মী গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর চাহিদা হ্রাস স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ বিগত ৫ বছর যাবত গড়ে ৫ লক্ষ কর্মী বিদেশে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের Policy Analysis Unit এর তথ্যমতে প্রতি বছর দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ বেকার যুবশক্তি নতুন শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু বাংলাদেশের মত স্বল্প আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশে সংগত কারণেই এ বিপুল সংখ্যক যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ফলে বছরে গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ কর্মী চাকুরি নিয়ে বিদেশে গমণ করে থাকে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য

বছর	বিদেশ গমনকারী কর্মীর সংখ্যা	প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ	
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
২০০৯	৪৭৫২৭৮	১০৭১৭.৭৩	৭৩৯৮১.৪৬
২০১০	৩৯০৭০২	১১০০৪.৭৩	৭৬৬৩৯.৯৭
২০১১	৫৬৮০৬২	১২১৬৮.০৯	৯০২৪০.৮৫
২০১২	৬০৭৭৯৮	১৪১৬৩.৯৯	১১৫৮১৬.৯
২০১৩	৪০৯২৫৩	১৩৮৩২.১৩	১০৮০৬৬.৯
	২৪৫১০৯৩	৬৯৮৮৬.৭	৪৬৪৭৪৬.৯

সারণি ১.১: প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীর সংখ্যা এবং প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ

সরকার বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিগত ৫ বছরে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যা ও প্রেরিত রেমিটেন্স এর বছরওয়ারি পরিসংখ্যান সারণি ১.১-এ এবং লেখচিত্র ১.১(ক) ও ১.১(খ)-তে দেখানো হলো।

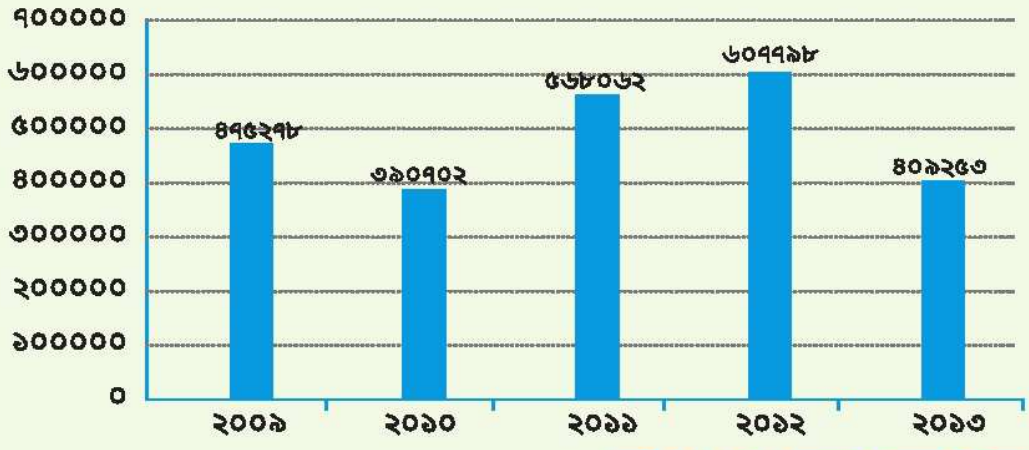

লেখচিত্র: ১.১ (ক) বিদেশে কর্মী গমনের গতিধারা

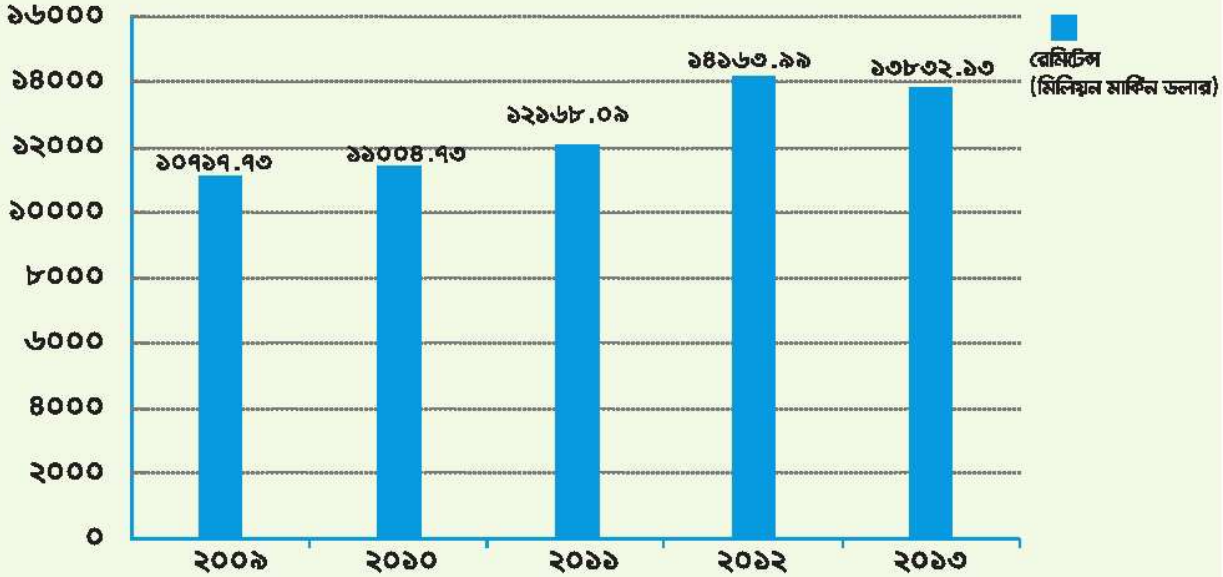

লেখচিত্র: ১.১ (খ) রেমিটেন্স আয়ের গতিধারা

২.২ শ্রেণী ভিত্তিক কর্মী প্রেরণ ঃ

বিদেশে কর্মী প্রেরণের ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বল্পদক্ষ প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা মোট গমনকারীর ৫০ শতাংশেরও বেশি। সারণি ১.২- এ শ্রেণিভিত্তিক কর্মী প্রেরণের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধাদক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৩৬০৮৪	১৭৩৩৩১	১০৪৭২১	২৯৩৬৬২	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৪০৯২৫৩

সারণি নং ১.২ : শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

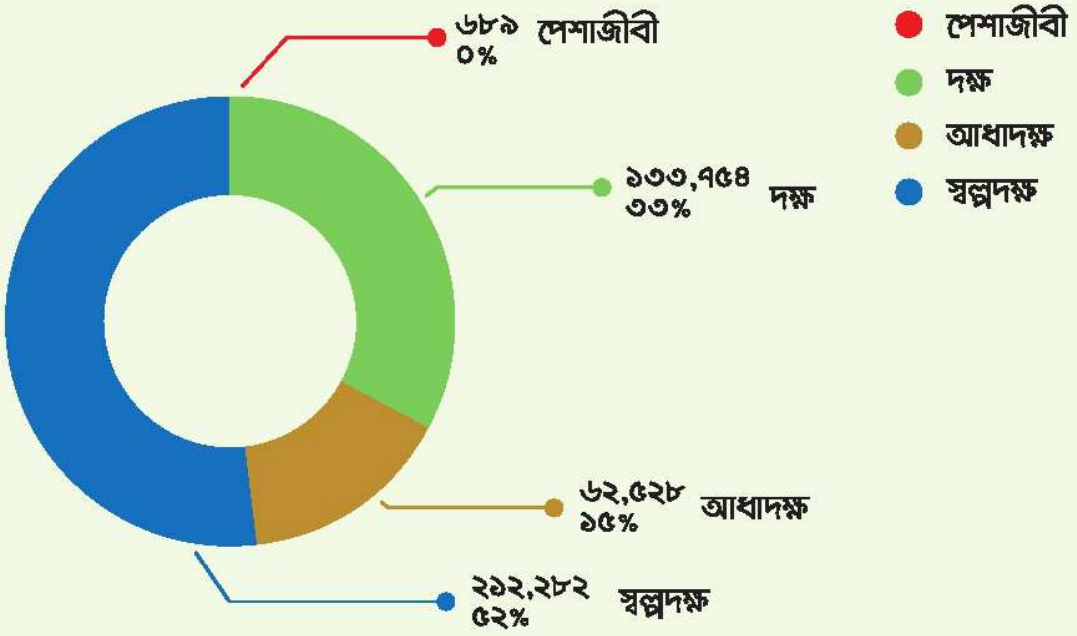

লেখচিত্র ১.২(খ): ২০১৩ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

লেখচিত্র ১.২ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৩ সালে বিদেশগামী দক্ষ কর্মীর সংখ্যা ৩৩ শতাংশ, স্বল্পদক্ষ কর্মীর সংখ্যা ৫২ শতাংশ এবং আধাদক্ষ কর্মীর সংখ্যা ১৫ শতাংশ।

২.৩ দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণ ও রেমিটেন্স আহরণ :

বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মীর অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাসসহ বিশ্বের মোট ১৫৯ টি দেশে বাংলাদেশী কর্মী কর্মরত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৫০ শতাংশেরও বেশি কর্মী রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে। সারণি ১.৩ এ ২০০৯ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মী গমণের সংখ্যা এবং নিম্নের লেখচিত্র ১.৩(ক) তে ২০১৩ সালে দেশভিত্তিক কর্মী গমণের শতকরা হার দেখানো হলো:

সাল	সৌদিআরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	কাতার	লেবানন	অন্যান্য	মোট
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮৯	১৯৬৭২	১৩৯৪৯	৫৪৫২৮	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪৯	৯৯৯	৩৯০৫৩	১২০৮৫	১৭২৬৮	৪৬৪৮৭	৩৯০৭০২
২০১১	৯৫০৩৯	২৯	২৮২৭৩৯	৯৯৬	১৩৫২৬৫	৭৪২	৪৮৬৬৭	১৩১১৯	১৯৯৬৯	৫২৩০৫	৫৬৮০৬২
২০১২	২৯২৩২	২	২৯৫৪৫২	২১৭৭৭	১৮০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	২৮৮০১	১৪৮৬৪	৬৫৮৮৩	৬০৭৭৯৮
২০১৩	১২৬৫৪	৬	১৪২৪১	২৫১৫৫	১৩৪০২৮	৩৮৫৩	৬০০৫৭	৫৭৫৮৪	১৫০৯৮	৮৬৫৭৭	৪০৯২৫৩

সারণি ১.৩(ক) দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা

২০১৩ সালে মোট ৫৬ হাজার ৪০০ জন নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে; যা পূর্ববর্তী যেকোন বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৩ সালে নারীকর্মী গমণের হার মোট কর্মী গমণের ১৩.৭৮%।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। নিম্নের সারণি ১.৪-এ ২০১৩-১৪ (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের অঙ্ক এবং লেখচিত্র ১.৩-এ একই সময়ে দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের শতকরা হারে তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো:

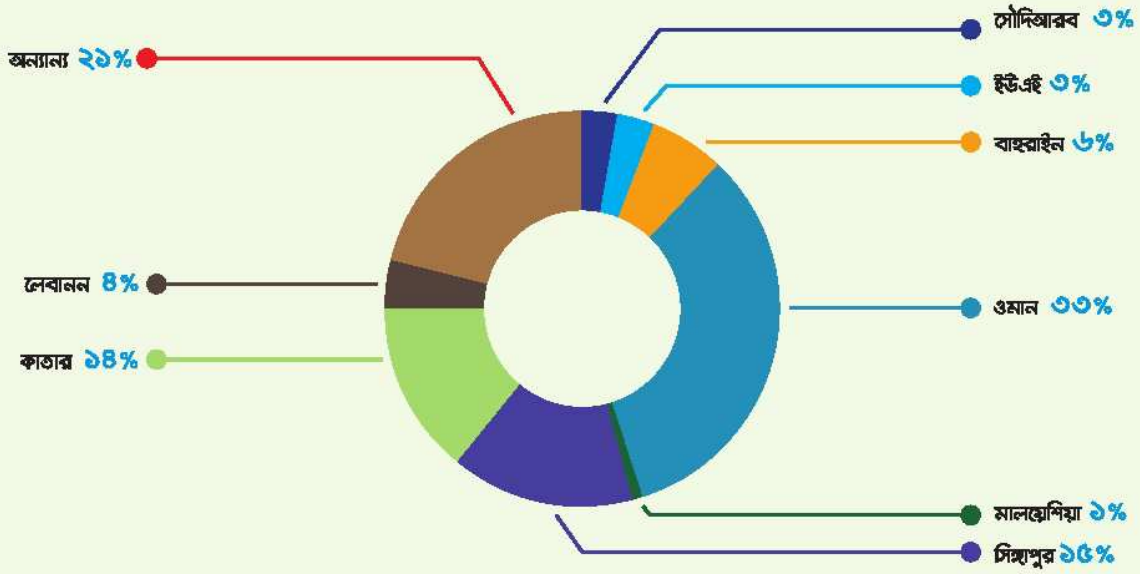

লেখচিত্র ১.৩(খ): ২০১৩ সালে দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের হার

২০১৩ সালে ৫৬ হাজার ৪০০ জন নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে; যা পূর্ববর্তী যেকোন বছরের তুলনায় সর্বাধিক। ২০১৩ সালে নারীকর্মী গমণের হার মোট কর্মী গমণের ১৩.৭৮%।

প্রতিবছর প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুল পরিমান রেমিটেন্স বাংলাদেশে প্রেরণ করছে। নিম্নে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশভিত্তিক রেমিটেন্স প্রেরণের পরিসংখ্যান এবং ২০১৩ সালে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স প্রেরণের তথ্য লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	সৌদিআরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২	১৬৫.৯৩	৬৫৮.৮৮	৯৬৮৯.২৬
২০১০	৩৩১৩.৬৪	১৮৯২.৫২	৩২৬.২৪	৩৩৬.৭২	১০০৯.৪	১৫৯১.৯২	৮২৪.৮২	৬৫৩.১৭	১৮৭.৮৯	৪৬১.৭	১০৫৯৮.০২
২০১১	৩৪২৬.৭৯	২১৮০.৪৪	৩২২.০৮	৩৩৭.১৮	১১৭৩.৮৩	১৭১৩.৮৭	৮২৬.৩৩	৭৫৫.৭১	২৩৫.৭৬	৪৭৩.৭১	১১৪৪৫.৭
২০১২	৩৯৭৮.৬৫	২৭৫১.৫৪	৩৩৩.৮২	৫২৫.৫৯	১১৮৬.০৪	১৬৭১.৫৮	১০৫১.১৫	৯৪০.১১	৪২৬.৯১	৫০২.৬৮	১৩৩৬৮.০৭
২০১৩	৩৩০২.০১	২৬৫৪.৮৭	২৫০.৭১	৬২৪.৭৬	১১৩৫.২১	২০২৬.৮১	৮৯৩.০১	১০০২.৯৬	৪৫৬.৫৫	৫৬৪.১৩	১২৯১১.০২

সারণি ১.৪ : ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত দেশভিত্তিক রেমিটেন্সের পরিমান।

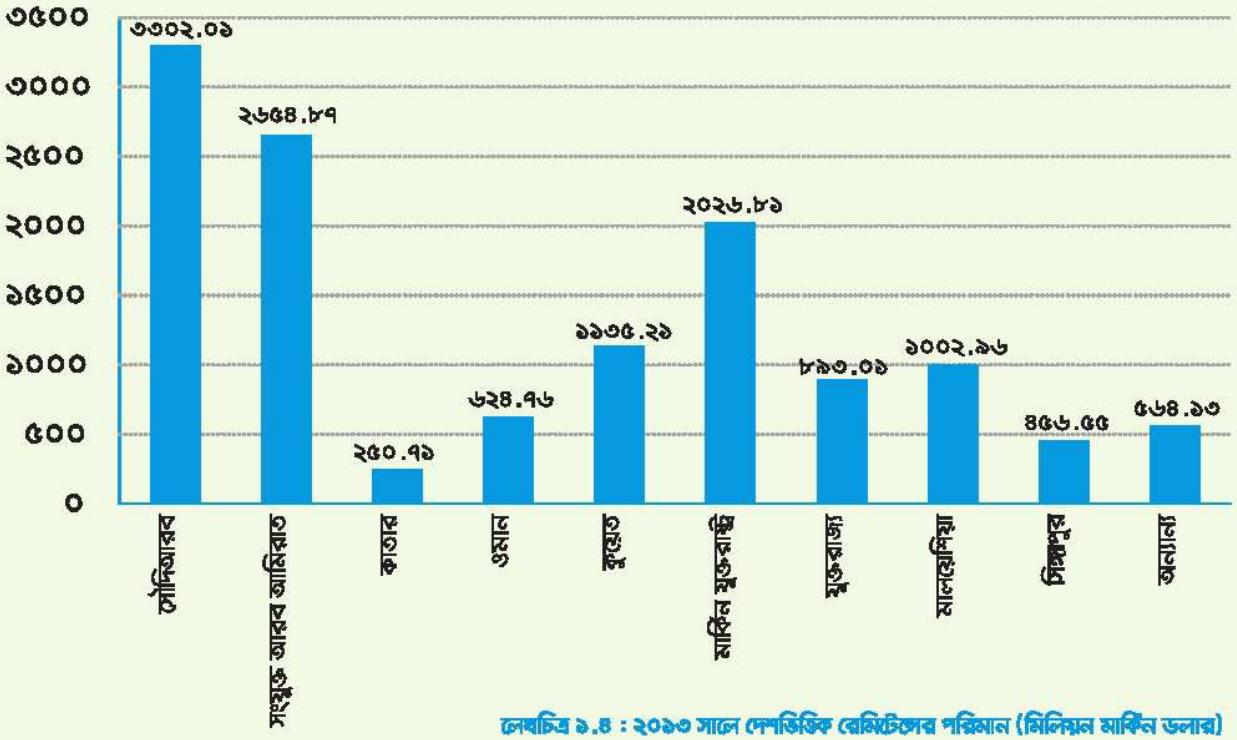

লেখচিত্র ১.৪ : ২০১৩ সালে দেশভিত্তিক রেমিটেন্সের পরিমান (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সারনি ১.৪ থেকে দেখা যায় যে, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এ ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর যাবত একক ভাবে সৌদিআরবের পরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। ২০১৩ সালে সৌদিআরব হতে ৩৩০২.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে ২৬৫৪.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স পাওয়া গিয়েছে।

২.৪ বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

১. নিয়মিত ও বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন।
২. শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
৩. স্বল্পমেয়াদী কোর্সে সনদ প্রদান।
৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন।
৫. দেশে ও বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদানুযায়ী মানসম্পন্ন কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিতকরণ।

৬. টিটিসিসমূহে পরিচালিত নিয়মিত কোর্সে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৭. বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

দেশে ও বিদেশের ক্রমবর্ধমান দক্ষ কর্মী নিয়োগের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পেশায় দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য বিএমইটি'র আওতাধীন রাজস্বখাতভুক্ত নৌ-প্রযুক্তির উপর নারায়নগঞ্জে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী নামে ০১টি ইনস্টিটিউট এবং ঢাকায় ০২টি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, বরিশাল ও ফরিদপুরে ০১টি করে মোট ১১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সমাপ্ত আরো ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে (যথা ঃ ১. শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, ঢাকা ২. টিটিসি, যশোর ৩. টিটিসি, নোয়াখালী ৪. টিটিসি, কুষ্টিয়া ৫. টিটিসি, টাংগাইল ৬. টিটিসি, দিনাজপুর ৭. টিটিসি, রংপুর ৮. টিটিসি, পাবনা ৯. টিটিসি, জামালপুর ১০. টিটিসি, পটুয়াখালী ১১. টিটিসি, বান্দরবান ১২. টিটিসি, সিলেট ১৩. টিটিসি, ঝিনাইদাহ ১৪. টিটিসি, লালমনিরহাট ১৫. টিটিসি, ঠাকুরগাঁও ১৬. টিটিসি, কেরানীগঞ্জ ১৭. টিটিসি, লক্ষীপুর ১৮. টিটিসি, খাগড়াছড়ি ১৯. টিটিসি, নাটোর ২০. টিটিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২১. টিটিসি, নরসিংদী ২২. মহিলা টিটিসি, সিলেট ২৩. মহিলা টিটিসি, বরিশাল ২৪. মহিলা টিটিসি, চট্টগ্রাম ২৫. মহিলা টিটিসি, খুলনা ২৬. মহিলা টিটিসি, রাজশাহী)।

উক্ত ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার আওতায় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যুরোর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ০৩টি শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর এর মাধ্যমে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিভিন্ন কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্পশিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে ০৪ বছর মেয়াদী ০২টি ডিপ্লোমা কোর্স ও ০২ বছর মেয়াদী ০৪টি ট্রেড কোর্স, ০২ বছর মেয়াদী এসএসসি (ভোকঃ) কোর্স, ০১ বছর মেয়াদী স্কিল সার্টিফিকেট কোর্স ও অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ট্রেড কোর্সসহ সর্বমোট ৪৮টি কারিগরি সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স, ২ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড কোর্স, ২ বছর মেয়াদী এসএসসি (ভোকঃ) কোর্স ও ১ বছর মেয়াদী স্কীল সার্টিফিকেট কোর্স এর পরীক্ষা ও সনদায়ন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এছাড়া ৬ মাস মেয়াদী ও অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী কোর্সের পরীক্ষা ও সনদায়ন বিএমইটি'র মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং ৬ মাস মেয়াদী কোর্সসমূহের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রনয়ন ও অন্যান্য কার্যাবলী কেন্দ্রীয়ভাবে বিএমইটি হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বিদেশে গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের কম্পিউটার ও হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ।

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের মটর মেকানিক কাজের প্রশিক্ষণ

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের মটর গার্মেন্টস কাজের প্রশিক্ষণ

টিটিসি ও বিআইএমটি হতে নিয়মিত ও বিশেষ কোর্স ও শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ০৫ (পাঁচ) বৎসরের উত্তীর্ণ প্রশিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান ঃ

সাল	বিআইএমটি ও টিটিসি হতে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০০৯	৪৭১৪০	৭৮
২০১০	৫৯৪৫৬	৯৮
২০১১	৬৫৫৬৯	৮১৪
২০১২	৭৪৭০০	৩১২৩
২০১৩	৯০৫৪৫	৫৯১৯

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের যান্ত্রিক প্রশিক্ষণ

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের ওয়েল্ডিং কাজের প্রশিক্ষণ

২.৫ বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

১) সরকার মহিলা কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ফলে গৃহকর্মী পেশায় বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য হাউজ কিপিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিন মেয়াদী হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। গত ৪ বছরে প্রায় ৭৭,০০০ জন মহিলা কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার প্রায় শতভাগ বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রাপ্ত হয়েছে।

২) বর্তমানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সরাসরি বিএমইটির মাধ্যমে গৃহকর্ম পেশায় জর্ডানে মহিলাকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় জর্ডানগামী মহিলা কর্মীদের হাউজ কিপিং কোর্সে প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যয় সরকারের অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

৩) সৌদিআরবগামী কর্মীদের ০৩ (তিন) দিনব্যাপি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ঢাকাস্থ বাংলাদেশ-কোরিয়া টিটিসি ও বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসিতে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া জি টু জি পদ্ধতিতে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু ১০,১৮৮ কর্মীকে ৩৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ দিন মেয়াদী প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের হাউজ কিপিং কাজের প্রশিক্ষণ

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের হাউজ কিপিং কাজের প্রশিক্ষণ

৪) দেশে ও বিদেশে দক্ষ ড্রাইভার এর কর্মসংস্থানের ব্যাপক চাহিদা থাকায় অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ মাস মেয়াদী ড্রাইভিং কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

৫) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত Technical & Vocational Education & Training (TVET) Reform Project, Skills Development Project (SDP) এবং Skills & Training Enhancement Project (STEP) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া এ সকল প্রকল্পের সহায়তায় প্রশিক্ষকদের NTVQF লেভেল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন অকুপেশনে সার্টিফাইড অ্যাসেসর হিসেবে নিবাঁচন করা হয়েছে।

৬) বিএমইটি ও KOICA এর যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম টিটিসি'র আধুনিকায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম নামকরণ করা হয়েছে এবং গত ২২/১০/২০১৩খ্রিঃ তারিখে উক্ত কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম টিটিসি'র আধুনিকায়ন

৭) বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রনয়ন করেছে। উক্ত নীতি বাস্তবায়নে বিএমইটি'র মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রামে প্রশিক্ষার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল, ওয়েল্ডিং ও মেকানিক্যাল ফিটার অকুপেশনে NTVQF লেভেল-১ সম্পন্ন করে NTVQF লেভেল-২ তে প্রশিক্ষণরত রয়েছে। উল্লেখিত অকুপেশন ছাড়াও অন্যান্য অকুপেশনে NTVQF লেভেল অনুযায়ী উক্ত কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিদেশগামী কর্মীদের মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ

৮) দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষতঃ ইউরোপ/অস্ট্রেলিয়া এর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের এ্যাক্রেডিটেশন পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। কারণ তাদের অনুমোদিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ চাকুরী প্রাপ্তি সহজতর হবে। বিএমইটি ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার TAFE (Training And Further Education) NSW এর সাথে সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করেছে এবং যুক্তরাজ্যের City & Guilds এর সাথে চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন আছে। ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া এর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তাই এ্যাক্রেডিটেশন হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

২.৬ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :

১) Skill Development Project (SDP) এর আর্থিক সহায়তায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর যৌথ উদ্যোগে ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ মাস মেয়াদী ওভেন গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর কোর্সে প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের বিজিএমইএ এর সহায়তায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের গার্মেন্টস কাজে প্রশিক্ষণ

২) বিএমইটি ও আইএলও এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে Solar Home System এর উপর ১৫০০ প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সিলেট, রংপুর, খুলনা ও কুমিল্লা টিটিসিতে আইএলও এর সহায়তায় Solar Home System এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩) বিএমইটি, হংকংস্থ রিক্রুটিং এজেন্সী ও বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে হংকং গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের ক্যান্টনিজ ভাষা ও হাউজকিপিং এর উপর ১৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১৪টি টিটিসি'র মধ্যে বর্তমানে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিসি, কেরানীগঞ্জ টিটিসি, বগুড়া টিটিসি, পাবনা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল টিটিসিতে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যান্য টিটিসিতে অচিরেই উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে এপ্রিল/২০১৪ পর্যন্ত ৪২৬ জন মহিলা কর্মী হংকং-এ গমন করেছে এবং হাউজ কিপিং পেশায় কর্মরত রয়েছে।

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

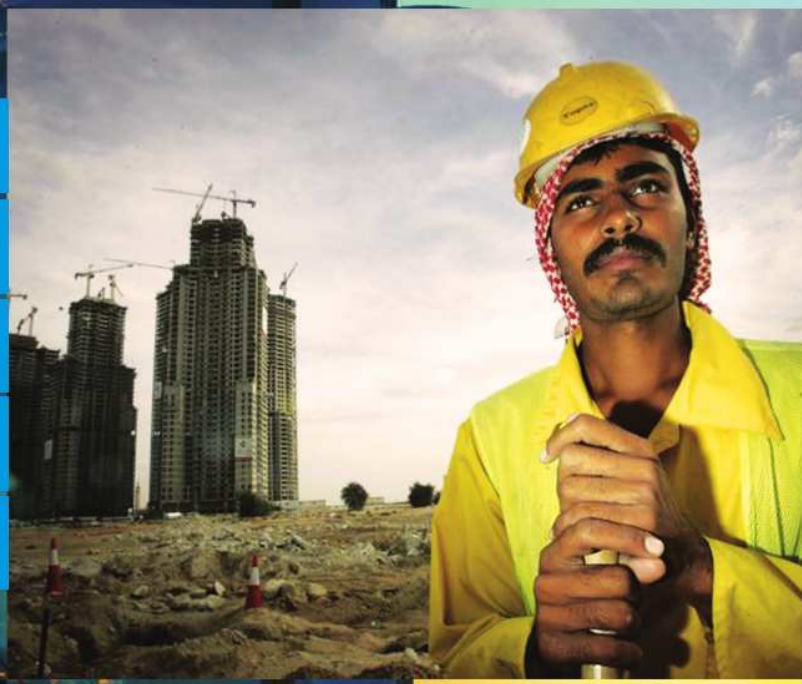

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরনের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। বেসরকারি ৪৯% শেয়ার এখনও বিক্রয় করা হয়নি। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

২. বোয়েসেল গঠনের উদ্দেশ্য ঃ

সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশে চাকুরি করতে ইচ্ছুক নাগরিকদেরকে স্বল্প খরচে / বিনা খরচে "No loss no profit" এর ভিত্তিতে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি জনশক্তি প্রেরণকারী কোম্পানি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়ঃ

- আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশন সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্বের সকল শ্রমিক আমদানিকারক দেশে অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করে যুক্তিসংগত অভিবাসন খরচে বা বিনা খরচে শ্রমিক প্রেরণ।
- বিদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে "সঠিক কাজে সঠিক কর্মী নিয়োগ" "Right man for right job" এ সহায়তা করা।
- প্রকৃত ও দক্ষ কর্মী প্রেরণ করে বিশ্ব শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি "Positive image" প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।
- বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা।
- বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের কার্যক্রমকে সেবাধর্মী কার্যক্রমে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিদেশে প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা।
- বিভিন্ন শ্রমিক আমদানিকারক দেশসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ সকল দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রেরণ করা।
- বিদেশে শ্রমিক প্রেরণে নতুন নতুন বাজার অন্বেষণ করা।

৩. পরিচালনা বোর্ড ঃ

মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী বোয়েসেল পরিচালনার ব্যাপারে নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। বোয়েসেল পরিচালনা বোর্ডে মোট ৭ (সাত) জন সদস্য রয়েছে। বর্তমানে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বোয়েসেলের অন্যান্য পরিচালকগনও সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা।

বোয়েসেল পরিচালনা বোর্ড এর বর্তমান সভাপতি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোশফেকার শওকত হোসেন এবং বামে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. আকর আহমেদ খান।

বোয়েসেল পরিচালনা বোর্ড এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

৪. কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

৪.১ দক্ষিন কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ ঃ

বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MOU) এর আওতায় Employment Permit System (EPS) পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় বোয়েসেলের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

কোরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীকে অবশ্যই কোরিয়া ভাষা পড়া, লেখা ও বুঝার পারদর্শিতা থাকতে হবে। উক্ত পারদর্শিতা প্রমাণের জন্য প্রার্থীকে কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। উল্লেখ্য কোরিয়া ভাষা পরীক্ষার সার্টিফিকেটের মেয়াদ ২ বছর যা সার্টিফিকেটে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারেঃ

- প্রার্থীর বয়স ১৮-৩৯ বছর;
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট;
- যাদের কোন দিন কারাদন্ড বা অন্য কঠিন শাস্তি হয়নি;
- যাদেরকে কোন দিন সরকারি এজেন্সি কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার পোর্ট থেকে ফেরত পাঠানো হয়নি বা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়নি;
- যাদের উপর বিদেশ যাত্রায় বাংলাদেশ সরকারের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; এবং
- যারা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদপ্রাপ্ত।

EPS পদ্ধতির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ

মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক।

Employment Permit System এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত MOU এর আওতায় বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

- কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় ৮৫০ (আটশত) ডলার সমমানে ৬৮,০০০-৭২,০০০/- টাকা মাত্র।
- কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় ওভারটাইমসহ মাসিক ১ (এক) লক্ষ টাকার উপরে আয় করে থাকে এবং তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানি করে থাকে।
- ২০০৮ হতে এ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ১০,৬২৭জন কর্মী চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া গমন করেছে।
- EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা, কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া Online এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটি বর্তমান সময়ে বোয়েসেলের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।
- EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় কৃতকার্যতার মেয়াদ ০২ (দুই) বছর। কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষায় কৃতকার্যতার মেয়াদকাল, অর্থাৎ ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত কোন আবেদনকারীর তথ্যসমুহ চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে রোস্টারভূক্ত থাকে।
- কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষায় কৃতকার্য সকলেরই দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকুরী নিশ্চিত নয়।
- EPS এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকুরী সম্পূর্ণভাবে ঐ দেশের নিয়োগকর্তার পছন্দ ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

- দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদকাল, অর্থাৎ ০২ (দুই) বছরের মধ্যে কোন আবেদনকারীকে পছন্দ না করলে তার তথ্যসমূহ রোস্টার হতে ডিলিট হয়ে যাবে।
- রোস্টার হতে ডিলিট হওয়া আবেদনকারীগণ কোরিয়া যেতে চাইলে তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা দিতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়াগামী কর্মীদের উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন ব্রিফিং প্রদান করছেন।

৪.২ বিদেশে নারী কর্মী প্রেরণ ঃ

২০০৬ সন হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। প্রবাসী কলাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বিশেষ চেষ্টায় ২০১০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে শুধু মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোয়েসেল বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ ঃ

- জর্ডানের গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে।
- মহিলা কর্মীগণ শুধুমাত্র বোয়েসেলে ১০,০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে জর্ডান গমন করছে।

জর্ডানগামী মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং

- প্রত্যেক মহিলা গার্মেন্টস কর্মী ন্যূনপক্ষে মাসিক ১৪,০০০/- টাকা আয় করছে এবং কর্মীদের থাকা, খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানি করছে।
- বোয়েসেলের কোন দালাল / মধ্যস্বত্ব ভোগী /এজেন্ট নেই, বিধায় মেয়েরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে।
- ইতোমধ্যে জর্ডানে বোয়েসেলের মাধ্যমে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১৪,১৫৭ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী চাকুরিতে যোগদান করেছে।

৪.৩ বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী প্রেরণ ঃ

বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৪৮২ জন মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৪ বিভিন্ন দেশে পুরুষ গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ ঃ

বোয়েসেলের মাধ্যমে বাহরাইন ও মিশরে পুরুষ গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে, এ পর্যন্ত যার সংখ্যা ২০৩৩ জন।

৪.৫ বিনা খরচে অভিবাসন ঃ

বোয়েসেল বিনা খরচেও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্মীর ইন্টারভিউ হতে সেদেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। এমনকি বোয়েসেলের যে সার্ভিস চার্জ তাও উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইন্টারভিউতে আসার জন্য যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন, কর্মীর মেডিকেল ব্যয়, বিমান ভাড়া, ভিসা ব্যয় সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী বহন করে। এ পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডানে ৩১৪জন, ওমানে ১৫৮জন, কাতারে ১০৭জন, দুবাই ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, মোট ৬৭৫ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মীদের মধ্যে জর্ডানে এবং ওমানে প্রেরিতরা গৃহকর্মী এবং অবশিষ্ট প্রেরিত কর্মীরা পেশাজীবী ও দক্ষ এবং তাঁরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে।

জর্ডানে কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের কারখানা পরিদর্শনরত বোয়েসেলের প্রতিনিধিবৃন্দ।

জর্ডানে কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী।

৫. বোয়েসেলের সাফল্য ঃ

বোয়েসেল লাভজনক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানঃ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে মাত্র ৫১,০০,০০০/- (একান্ন লক্ষ টাকা) পরিশোধিত মূলধন হিসাবে প্রদান করে কোম্পানী আইন অনুযায়ী দেশের প্রথম রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন কোম্পানী হিসোবে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে এটি একটি রাষ্ট্রীয় লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বোয়েসেল পরিচালনার জন্য সরকারকে ভূর্তুকি প্রদান করতে হয় না বরং, বোয়েসেল প্রতিষ্ঠার পর হতে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বোয়েসেল সরকারকে আয়কর হিসেবে মোট ৯,৮৭,৬১,১১৭০/=(নয় কোটি সাতাশি লক্ষ একষট্টি হাজার একশত সত্তের) টাকা প্রদান করেছে এবং সরকারকে ডিভিডেন্ড হিসেবে ১,৮৪,৭৮,৯৮১/= (এক কোটি চুরাশি লক্ষ আঠাত্তর হাজার নয়শত একাশি) টাকা প্রদান করেছে । নিম্নে বোয়েসেলের সৃষ্টিলগ্ন হতে অদ্যাবধি বছর ভিত্তিক আয়-ব্যয়সহ ট্যাক্স ও ডিভিডেন্ট বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী প্রদান করা হ'লঃ

অর্থ বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	নীট মুনাফা / (নীট ক্ষতি)	ট্যাক্স প্রদান (টাকা)	ডিভিডেন্ড প্রদান	
					হার	টাকা
১৯৮৩-১৯৮৪	২৮৪২০৪	৩৬৯৭৯৫	-৮৫৫৯১		-	
১৯৮৪ - ৮৫	৮০৫০৬০৪	৯৮৩০৮৬৪	৬২৯৯৭৪০	৪৩,২৫,৯৬৩	১০%	৫,১০,০০০/-
১৯৮৫ - ৮৬	১৭৮৯৪১২০	৫১৪৯৫০৮	১২৭৪৪৬১২	৮৬,০৯,৩৩৫	১৫%	৭,৬৫,০০০/-
১৯৮৬ - ৮৭	৭৭৬৮৪৫৭	২৯৯৮৮৪৮	৪৭৬৯৬০৯	২৮,৭৩,৫৯৮	১৫%	৭,৬৫,০০০/-
১৯৮৭ - ৮৮	৩৪৯০৫৯৪	৩১১৪২৫০	৩৭৬৩৪৪	৩,০০,০০০		-
১৯৮৮ - ৮৯	৭৮৩৯৪৮৯	৩২৯৩৮৯৩	৪৫৪৫৫৯৬	৩৩,৫১,১৩১	৫.২৯৩%	২,৬৯,৯৮১/-
১৯৮৯ - ৯০	৭৬৩৬৯৫২	৩০২৪০৮৯	৪৬৯২৮৬৩	৩১,২৫,৩১৫	১০%	৫,১০,০০০/-
১৯৯০ - ৯১	৫০৫২৯৮০	৩২১৮২৪০	১৮৩৪৭৪০	১২,৮২,৫০০	৮%	৪,০৮,০০০/-
১৯৯১ - ৯২	৫৪১৫৭৬৯	৩৯৪৪১২২	১৪৭১৬৪৭	১০,৩১,১৯৬	৫%	২,৫৫,০০০/-
১৯৯২ - ৯৩	৫৮৭২৪৩১	৪০৫২৫৯৩	১৮১৯৮৩৮	১১,২৪,৬১১	১০%	৫,১০,০০০/-
১৯৯৩ - ৯৪	৪৭৮৭১২১	৪৩১০৮৯৯	৪৭৬২২২	৫,৪৩,৩৪৪	৪%	২,০৪,০০০/-
১৯৯৪ - ৯৫	৬০০৭০৭৬	৩৯২৬২৮৩	২০৮০৭৯৩	৮,৯৮,৮৪২	১০%	৫,১০,০০০/-
১৯৯৫ - ৯৬	১৬৫৬১৯৬৮	৬২৬৮০২০	১০২৯৩৯৪৮	৪২,৮০,৫৯৪	২০%	১০,২০,০০০/-
১৯৯৬ - ৯৭	২৯০৯২৮৭১	৮৯৫০৬৫৯	২০১৪২২১২	৮৭,৬৯,৪৩৮	৩০%	১৫,৩০,০০০/-
১৯৯৭ - ৯৮	৯৩০৬৫৪৭	৮২৭৪১৭৭	১০৩২৩৭০	৬,৫৫,১৫০	১০%	৫,১০,০০০/-
১৯৯৮- ১৯৯৯	১০৪৯১৫৯৫	৯৭০৭৭৪৯	৭৮৩৮৪৬	৬,৭৩,৪৯৮	২%	১,০২,০০০/-
১৯৯৯- ২০০০	৭১২৪৫৭৭	৭৯৪৩০৪৭	-৮১৮৪৭০	১৭,৩৯,৪৫১		-
২০০০- ২০০১	১৩১৪৭৪৮২	১১০৬৯২৮৯	২০৭৮৯৯৩	২০,৯৫,৮৩১		-
২০০১- ২০০২	৬৮০৩২৩৭	৯০৩১৯৫৮	-২২২৮৭২১	১৩,৪০,৫৯৬		-
২০০২- ২০০৩	১২৭৬৪৮৪৩	১১২৭৩০৭৪	১৪৯১৭৬৯	১১,৭১,৯৮৫	৫%	২,৫৫,০০০/-
২০০৩-২০০৪	১৭০৭৩৫৯৮	১১৩৭৩০৩৩	৫৭০০৫৬৫	১০,২০,০৭১	৫%	২,৫৫,০০০/-
২০০৪-২০০৫	১৫৪৬২২৮৬	১৪৫৪৫৮৮২	৯১৬৪০৪	১৬,৬৩,৫৪৪		-
২০০৫-২০০৬	১৮৯১৮৮১২	১৬১১৭৬৪৫	২৮০১১৬৭	১৬,০৮,৩৯৬	৫%	২,৫৫,০০০/-
২০০৬-২০০৭	২৪২৭২৯৫১	১৯৪৬০৭৯২	৪৮১২২৩৯	২২,৮২,৯০৯	৫%	২,৫৫,০০০/-
২০০৭-২০০৮	২৭৬২৪৭৩৩	২৪৩৯৭৮২৬	৩২২৬৯০৭	২৩,৩৫,৩২৮	৫%	২,৫৫,০০০/-
বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের সাফল্য						
২০০৮-২০০৯	৪০২২৫৭২৯	১৬৫৬৪৩৯০	২৩৬৬১৩৩৯	২৭,২৮,০৯৪	৩৫%	১৭,৮৫,০০০/-
২০০৯-২০১০	২৩৬১৭৬৩৩	১৩৮৪৬১২৫	৯৭৭১৫০৮	২৪,৭২,১২১	১০%	৫,১০,০০০/-
২০১০-২০১১	৭৩৫৫১৯৯০	২১২৫০৫৪৮	৫২৩০১৪৪২	১৪৮২০৮১৪	২০%	১০,২০,০০০/-
২০১১-২০১২	৬৮৩৭১১০৯	২৯৭৯৩৫৩৩	৩৮৫৭৭৫৭৫	৬১১৯৫৫৮	২০%	১০,২০,০০০/-
২০১২-২০১৩	৯৮৩৪৯৪৮৬	৩০২৮৬৭৭১	৫২৩৭৪০৪৪	১৫৫১৭৭০৪	৯৮%	৫০,০০,০০০/-
মোট =	**৫৯,২৮,৬১,২৪৪**	**৩০,৯৩,৮৭,৮২২**	**২৬,৭৭,৮৪,৭৫০**	**৯,৮৭,৬১,১১৭**	**-**	**১,৮৪,৭৮,৯৮১/-**

* ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এপ্রিল,২০১৪ পর্যন্ত ৫,৯৫৫ জন কর্মী প্রেরণ করে ৭,১১,২৫,০০০/- (সাত কোটি এগার লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা আয় হয়েছে। অর্থ বছর শেষ না হওয়ায় এখনও অডিট সম্পন্নপূর্বক লাভ-ক্ষতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

৫.১ বিশ্বব্যাপী অভিবাসন নেটওয়ার্ক ঃ বোয়েসেলের সৃষ্টি হতে এ পর্যন্ত মোট ৪২,০৭৮ জন (১৯৮৪ সাল হতে ৩০ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত) কর্মীকে বিদেশে প্রেরণ করেছে। বোয়েসেল অদ্যাবধি বিশ্বের মোট ২৭টি দেশের সাথে অভিবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৫.২ কর্মী প্রেরণে নূন্যতম অভিবাসন ব্যয় নিশ্চিতকরণ ঃ সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশে চাকুরি করতে ইচ্ছুক নাগরিকদেরকে স্বল্প খরচে / বিনা খরচে "No loss no profit" এর ভিত্তিতে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। নূন্যতম এমনকি শূন্য অভিবাসন ব্যয়ে বোয়েসেল বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে বোয়েসেল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৫.৩ কর্মী প্রেরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ঃ নিয়োগকারী কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রকৃত দক্ষ কর্মী নির্বাচন করে থাকে। কর্মী নির্বাচন ব্যতিত নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া ডিজিটাল তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। বোয়েসেল কর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে থাকে তাই কোনরুপ মধ্যস্বত্ব ভোগী বা এজেন্ট ব্যতিত বৈদেশিক নিয়োগ প্রত্যাশীগণ সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতারণা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে।

৫.৪ দেশে নারী ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী হতে বোয়েসেলের কার্যকর ভূমিকা পালন ঃ ২০১০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হতে বোয়েসেল জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করে আসছে। জর্ডানের গার্মেন্টস কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে। কর্মী নির্বাচন ব্যতিত জর্ডানে মহিলা গার্মেন্টস্ কর্মী নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া ডিজিটাল তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর। এ পর্যন্ত জর্ডানে বিভিন্ন গার্মেন্টসে ১৫,৬৪০জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।

জর্ডানে পোশাক কারখানায় কর্মরত বাংলাদেশী নারী কর্মী।

৬. গত ৫(পাঁচ) বছরে বোয়েসেলের অর্জন ঃ

৬.১ কর্মী প্রেরণে সাফল্যঃ বিগত ৫(পাঁচ) বছরে (২০০৯ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত) বোয়েসেলের মাধ্যমে ২৩,৮৮০ জন কর্মীকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে, যার পেশাভিত্তিক খতিয়ান নিম্নের সারণিতে দেয়া হলঃ

বছর	পেশাজীবী	দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৯	৫১ জন	২১৩ জন	৭৬৯ জন	১০৩৩ জন
২০১০	২২ জন	১১৭২ জন	২৩৩৬ জন	৩৫৩০ জন
২০১১	০১ জন	৪৪৩২ জন	১৭৪৮ জন	৬১৮১ জন
২০১২	০৪ জন	৩০৬৭ জন	১৫৬০ জন	৪৬৩১ জন
২০১৩	-	৬২৯৪ জন	২২১১ জন	৮৫০৫ জন
সর্বমোট	**৭৮ জন**	**১৫,১৮২ জন**	**৮,৬২৪ জন**	**২৩,৮৮০ জন**

৬.২ অফিস ডিজিটাইজেশন ঃ

গত ৫ বছরে বোয়েসেল তার সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবহার বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানটিকে ডিজিটালকরনের মাধ্যমে এর সার্ভিস উত্তরণের উন্নতকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- কর্মী নির্বাচন হতে শুরু করে চূড়ান্ত বিদেশ গমন পর্যন্ত সকল কাজ কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণ,
- ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;
- SPAS (Sending Public Agency System) software এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন;
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন;
- সকল নগদ অর্থ লেনদেন বন্ধকরণ এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সকল লেনদেন নিশ্চিতকরণ;
- বোয়েসেলের কার্যক্রম অটোমেটেড করার জন্য ৪(চার)টি সার্ভার স্থাপন এবং সার্ভার সার্বক্ষণিক সচল রাখার জন্য ব্যাকআপ সার্ভার স্থাপন ও জেনারেটর স্থাপন;
- CBT (Computer Based Training) পরীক্ষার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য CBT ল্যাবে জেনারেটর স্থাপন;
- কর্মীদের হাজিরা নিশ্চিত করতে এক্সেস কন্ট্রোল মেশিন স্থাপন;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সিসিটিভির মাধ্যমে প্রাত্যহিক কাজ মনিটরিংকরণ।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

wewb.gov.bd

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

পটভূমি ও উদ্দেশ্য ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামে কাজ করছে। ১১ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) বোর্ডের সদস্য সচিব।

২. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমসমূহ :

- বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন ও রীতিনীতি,ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান।
- বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান।
- বিদেশে প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসে আটকেপড়া কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন।
- পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- প্রবাসে মৃত কর্মীর লাশ দেশে আনয়ন।
- বিমানবন্দর হতে লাশ হস্তান্তরের সময় লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান।
- প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান।
- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/ বকেয়া বেতন/ সার্ভিস বেনিফিট আদায়পূর্বক ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ।
- দেশে প্রবাসী কর্মীদের সম্পদ রক্ষা এবং নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান ।

৩. বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে সম্পাদিত কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

৩.১ প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিদেশে বৈধভাবে গমণকারী মৃত কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত।

আর্থিক অনুদান প্রদানের বিবরণ

সাল	পরিবারের সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
২০০৯	৪৮১	৪,৭৯,৩৫,৪৬৯/-
২০১০	৫২৬	৭,৭৯,৯৬,৫২০/-
২০১১	৬৮১	১১,০০৬১,১২৭/-
২০১২	১৩১৪	২৩,১০,৯৫,৫২৫/-
২০১৩	১৩৯৩	২৭,৩২,৭০,৪৯২/-
মোট	**৪৩৯৫**	**৭৪,০৩,৫৯,০৫৩/-**

বিদেশে মৃত কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক অনুদানের চেক গ্রহণ

৩.২ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ

প্রবাসী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে **মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স** পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণের বিবরণ

সাল	পরিবারের সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
২০০৯	৪৯৯	১৮,৪২,৯২,২৯৮/-
২০১০	৫৪৯	২৪,৯৯,২৪,০০৭/-
২০১১	৪৭৯	২৭,৩৫,২৬,৩৯২/-
২০১২	৫২২	৩১,২৫,৫১,৪০০/-
২০১৩	২৩১	২১,৮৫,৬৮,৪৬২/-
মোট	২২৮০	১২৩,৮৭,৮২,৪৭৯/-

৩.৩ মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন মৃতের পরিবার লাশ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেদেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সাল	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা	শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম	ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট	মোট মৃতদেহ আনয়ন
২০০৯	২৩১৫	-	-	২৩১৫
২০১০	২৩০০	২৬০	-	২৫৬০
২০১১	২২৩৫	৩০৫	৪৫	২৫৮৫
২০১২	২৩৮৩	৪৪২	৫৩	২৮৭৮
২০১৩	২৫৪২	৪৩৬	৯৮	৩০৭৬
মোট	১১,৭৭৫	১,৪৪৩	১৯৬	১৩,৪১৪

(মৃতদেহ দেশে আনয়নের পরিসংখ্যান)

৩.৪ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিবরণ

সাল	পরিবারের সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
২০০৯	১৩৬৪	২,৭৫,৩৫,০০০/-
২০১০	২২১২	৬,৮৮,০৪,০০০/-
২০১১	১৮৬৯	৬,৫০,৬৫,০০০/-
২০১২	২২০১	৭,৫২,৪১,০০০/-
২০১৩	২৪১৯	৮,৪৬,৩৫,০০০/-
মোট	১০,০৬৫	৩২,১২,৪৪,০০০/-

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান করছেন
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন

৩.৫ পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় যেসব কর্মী গুরুতর অসুস্থ/পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন, সে সকল কর্মীকে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড হতে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রবাসে অসুস্থ/পঙ্গু হয়ে চিকিৎসাধীন থাকলে/চিকিৎসার প্রয়োজন হলে দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দেশে ফেরত আনা হয়।

৩.৬ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিয়োগকারী দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, ভাষা, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমণের পূর্বে প্রাক-বহির্গমণ ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

বিদেশে কর্মী গমনের প্রাক-বহির্গমণ ব্রিফিং

৩.৭ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি চালু করা হয়। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রবাসী কর্মীর সন্তান যারা দেশের বিভিন্ন স্কুল/কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত আছে, তাদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ২০১২ ও ২০১৩ সালে ১৬৬ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৪১,৪১,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তির চেক প্রদান করছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের বিবরণ

পরীক্ষার নাম	সময়কাল	মাসিক বৃত্তির পরিমাণ	বাৎসরিক বই ক্রয়সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক প্রদানকৃত অর্থ
পিএসসি	৩ বছর	৭০০/-	১৫০০/-	৯,৯০০/-
জেএসসি	২ বছর	১০০০/-	২০০০/-	১৪,০০০/-
এসএসসি	২ বছর	১৫০০/-	৩০০০/-	২১,০০০/-
এইচএসসি	৪ বছর	২০০০/-	৩০০০/-	২৭,০০০/-

৩.৮ প্রবাসে শিক্ষা কার্যক্রম

যেসব বাংলাদেশি কর্মী পরিবার-পরিজন নিয়ে বিদেশে বসবাস করছেন তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে আবুধাবী, বাহরাইন, ওমান, লিবিয়া ও সৌদি আরবে (রিয়াদ ও জেদ্দা) অবস্থিত এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তানেরা লেখাপড়া করছে।

৩.৯ আপদকালে কর্মীদের সহায়তা প্রদান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোন আপদকালে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের জীবন সংকটাপন্ন হলে তাদের দেশে ফেরত আনয়নে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড হতে সার্বিক সহযোগিতা

প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে লিবিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ৩৬,৬৫৬ জন কর্মীকে সফলভাবে দেশে ফেরত আনা হয়। প্রত্যেক কর্মীকে বিমানবন্দরে তাদের যাতায়াত বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয় এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সরকারের পক্ষ হতে প্রত্যাগত প্রত্যেক কর্মীকে নগদ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

৩.১০ প্রবাসে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা

প্রবাসে বিভিন্ন কারণে অনেক সময় মহিলা কর্মীরা বিপদগ্রস্ত ও অসহায় হয়ে পড়লে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দূতাবাস/হাইকমিশন/কন্স্যুলেট এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সৌদি আরবের রিয়াদ ও জেদ্দা, ইউএই এর দুবাই ও আবুধাবী এবং ওমানে সেইফ হোম রয়েছে।

৩.১১ আটক কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ ফেরত আনয়ন

প্রবাসী কর্মীরা বিদেশে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়ে জেলে আটক থাকে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। এসব কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে মুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশে ফেরত আনা হয়।

বিদেশে আটক কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ দেশে ফেরত আনয়ন।

৩.১২ বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন

বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশে গমণ এবং প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক প্রদত্ত সেবা নিম্নরূপঃ

(১) বিমানবন্দরে কর্মীর ইমিগ্রেশন, ভিসা, বহির্গমণ ছাড়পত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশগামী কর্মীদের কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক হতে তাৎক্ষনিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

(২) অবৈধভাবে বৈদেশিক চাকুরীতে গমণরোধকল্পে বহির্গমণ লাউঞ্জে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে বিএমইটি কর্তৃক ইস্যুকৃত বহির্গমণ ছাড়পত্র (স্মার্টকার্ড) রিডারের সাহায্যে পরীক্ষা করে নিরাপদ বহির্গমণ নিশ্চিত করা হয়।

(৩) বিদেশে কর্মরত মৃত কর্মীর লাশ বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণপূর্বক তাদের স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৪) মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় মৃত কর্মীর পরিবারকে বিমানবন্দর হতে লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৩৫,০০০/ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক প্রদান করা হয়।

(৫) কর্মীর বিদেশে গমন এবং প্রত্যাগমণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিমানবন্দরে ২৪ ঘন্টা প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩.১৩ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা প্রদান

বিদেশগামী অস্বচ্ছল কর্মীরা সহায় সম্পদ বিক্রি করে বিদেশ গমনের জন্য অর্থের সংস্থান করে থাকে। আবার অনেকে উচ্চ সুদে এনজিও/ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে অর্থের ব্যবস্থা করেন। এসব অস্বচ্ছল কর্মীদের বিনা জামানতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের তহবিল গঠনে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড হতে ৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

৩.১৪ প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ

ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিদেশগামী কর্মীদের বহুমুখী সেবা একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে প্রবাসী কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বিদেশগামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১৫ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান

দেশে প্রবাসী কর্মীর পরিবার অনেক সময় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। এ কারণে তাদের স্থানীয় প্রশাসনের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে কর্মীর পরিবার ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডে আবেদন করলে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তাদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন।

www.pkb.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

পটভূমি ও উদ্দেশ্যঃ

সম্ভাবনাময় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, সাধ ও সাধ্য এবং স্বপ্ন ও বাস্তবতার সেতুবন্ধন প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। বিদেশ গমনেচ্ছু সহজ সরল হত দরিদ্র মানুষকে যথাযথ ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় দেশে ও প্রবাসে সর্বপ্রকার সহয়তা প্রদান করার মহান ব্রত নিয়ে এই ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভূত অবদান রাখা প্রবাসী আয়ের খাতকে সুদখোর মহাজনদের দৌরাত্ম, মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও হয়রানি এবং প্রবাসের অনিশ্চিয়তার অন্ধকার থেকে আলো ঝলমলে সম্ভবনাময় নিশ্চিত আগামী উপহার নিতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সংকল্পবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১২ই অক্টোবরে প্রণীত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। তিনটি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাংকটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ২০ এপ্রিল ২০১১খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ৪র্থ 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের' সময় শুভ উদ্বোধনের পর একটি অস্থায়ী কার্যালয়ে স্বল্প পরিসরে সীমিত পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ডিসেম্বর ২০১১খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী কার্যালয়ে পূর্ণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সার্বিক কর্ম প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য নিম্নোক্ত তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত।

- কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশি বেকার যুবকদের ঋণ সহায়তা প্রদান।
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে রেমিট্যান্স প্রেরণে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা প্রদান।

২. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ

দেশের অর্থনীতির অপার সম্ভাবনাময় প্রবাসী আয়ের খাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তার গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্ব মহলে ব্যাপক সাড়া ও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ব্যাংকটি এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সচেস্ট। বস্তুত: ব্যাংকের কার্যক্রম জানুয়ারি, ২০১২ থেকে পুরোমাত্রায় শুরু হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাংকটি ইতোমধ্যে প্রবাসী বান্ধব কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.১ ঋণ বিতরণ ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে ১ম ও ২য় লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩১/০৫/২০১৪খ্রি: পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক দেশের ৬৪ জেলার ৫,০০০ এর অধিক বিদেশগামী কর্মীকে 'অভিবাসন ঋণ' প্রদান করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, ইতালি, কাতার, মরিশাস, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, বাহরাইন এমনকি বেলারুশ, সাইপ্রাস ও তাজাকিস্থান গমনেও সহায়তা করেছে। বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০কোটি টাকা এবং ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৫%। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক জামানতবিহীন ৯% মুনাফায় মাত্র ৩ দিনের মধ্যে ঋণ প্রদান করে, যা একটি অনন্য নজির।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'অভিবাসন ঋণ' বিতরণের মাধ্যমে
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভউদ্বোধন করেন।

তাছাড়া বিদেশ ফেরৎ ১২০জন কর্মীকে 'পুনর্বাসন ঋণ' প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৫%। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এ ব্যাংকের পক্ষে অতি দ্রুত ঋণ বিতরণসহ সার্বিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি
ঋণ গ্রহিতাকে অভিবাসন ঋণের চেক প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান শাখার ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

জেলা ভিত্তিক 'অভিবাসন ঋণ' বিতরণের পরিসংখ্যান ঃ

ক্রম	জেলার নাম	সংখ্যা
০১	ঢাকা	১৭৬
০২	গোপালগঞ্জ	৮০
০৩	টাঙ্গাইল	৪০৮
০৪	ফরিদপুর	১৫১
০৫	কিশোরগঞ্জ	৪৮
০৬	নারায়ণগঞ্জ	৬৩
০৭	মুন্সিগঞ্জ	১২৭
০৮	মাদারীপুর	৩৩
০৯	ময়মনসিংহ	২১৯
১০	মানিকগঞ্জ	৩০
১১	রাজবাড়ী	৪২
১২	শরিয়তপুর	৩৪
১৩	নরসিংদী	৮৮
১৪	শেরপুর	৩১
১৫	জামালপুর	৬১
১৬	নেত্রকোনা	৪০
১৭	গাজীপুর	৫৪
১৮	চট্টগ্রাম	২০৮
১৯	কুমিল্লা	৩০৯
২০	বি-বাড়ীয়া	১১৮
২১	নোয়াখালী	২১৬
২২	চাঁদপুর	১৩৫
২৩	ফেনী	৫২
২৪	কক্সবাজার	৭৫
২৫	লক্ষীপুর	৪৪
২৬	বান্দরবান	০৮
২৭	রাঙ্গামাটি	১৩
২৮	খাগড়াছড়ি	০৯
২৯	মৌলভীবাজার	৭৭
৩০	সুনামগঞ্জ	৫৯
৩১	হবিগঞ্জ	১৮
৩২	সিলেট	১৯৭
	মোট	৩২২৩

ক্রম	জেলার নাম	সংখ্যা
৩৩	রাজশাহী	১৫৫
৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৪৭
৩৫	নওগাঁ	৯৭
৩৬	নাটোর	৪৭
৩৭	পাবনা	৩০
৩৮	সিরাজগঞ্জ	৩৫
৩৯	বগুড়া	৫৫
৪০	জয়পুরহাট	১১
৪১	বরিশাল	১৩৭
৪২	ঝালকাঠি	২৮
৪৩	বরগুনা	৩১
৪৪	পিরোজপুর	৩৪
৪৫	ভোলা	৫৩
৪৬	পটুয়াখালী	২৫
৪৭	খুলনা	১২৯
৪৮	বাগেরহাট	৯৪
৪৯	সাতক্ষীরা	৩৫
৫০	যশোর	৪৮
৫১	কুষ্টিয়া	৮৩
৫২	ঝিনাইদহ	২১
৫৩	মেহেরপুর	১২
৫৪	চুয়াডাঙ্গা	২৭
৫৫	মাগুরা	২৬
৫৬	নড়াইল	৩০
৫৭	রংপুর	২১১
৫৮	দিনাজপুর	১৩৭
৫৯	পঞ্চগড়	২৫
৬০	লালমনিরহাট	১৯
৬১	নীলফামারী	৫৩
৬২	গাইবান্ধা	৩৫
৬৩	কড়িগ্রাম	৩১
৬৪	ঠাকুরগাঁও	২০
	মোট	২০২১

২.২ ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা প্রবাসগামী ও প্রবাস ফেরত কর্মীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরসহ প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৩০টি শাখা এবং ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) বুথ খোলা হয়েছে। আরো ৮টি শাখা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকের শাখা সম্বলিত জেলাসমূহ– প্রধান শাখা (ঢাকা), কাকরাইল শাখা (ঢাকা), সিলেট শাখা, চট্টগ্রাম শাখা, বরিশাল শাখা, খুলনা শাখা, রাজশাহী শাখা, রংপুর শাখা, টাঙ্গাইল শাখা, কুমিল্লা শাখা, ফরিদপুর শাখা, দিনাজপুর শাখা, নোয়াখালী শাখা, ময়মনসিংহ শাখা, মুন্সীগঞ্জ শাখা, যশোর শাখা, কক্সবাজার শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা, কুষ্টিয়া শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা, হাটহাজারী শাখা, রাঙামাটি শাখা, গোপালগঞ্জ শাখা, সিরাজগঞ্জ শাখা, বগুড়া শাখা, চাঁদপুর শাখা, নরসিংদী শাখা ও কুড়িগ্রাম শাখা।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান শাখার শুভ উদ্বোধন করছেন
মহাপরিচালক জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও।

২.৩ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন ঃ

বিদেশগামী কর্মীগণ বিদেশে অবস্থানকালে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং কী করণীয়, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ও রেমিট্যান্স প্রেরণের ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অত্র ব্যাংকের তথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে:

- বাংলাদেশ–কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা
- জার্মান কারিগরি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা
- জনশক্তি কার্যালয়, সিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ফরিদপুর শাখার উদ্বোধনকালে বক্তব্য রাখছেন
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি।

২.৪ Help Desk স্থাপন ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসীদের যেকোন ধরনের সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অতি দ্রুত ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রবাসে থাকা কর্মী ভাই-বোনদের যেকোন সমস্যা দ্রুততর সময়ে সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আইওএম এর সহযোগিতায় একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করেছে। Help Desk স্থাপনের মূল লক্ষ্য হলো- যখন একজন কর্মী বিদেশে গমন করেন তখন তার পরিবার অভিবাবকহীন হয়ে পড়ে। এই সুযোগে তার পরিবার কুচক্রী মহল, এমনকি অনেক স্বার্থান্বেষী আত্মীয় স্বজন দ্বারা হয়রানির শিকার হন এবং তাদের জায়গা-জমি দখল করে নেয়। সেক্ষেত্রে প্রবাসী কর্মী বা তাঁর পরিবার হেল্পডেস্কের মাধ্যমে অভিযোগ করলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরকে অবহিত করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া একজন কর্মী প্রবাসে অবস্থানকালে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কিন্তু গ্রামের সহজ সরল প্রবাসীবৃন্দ প্রবাসে অবস্থানকালীন সমস্যাসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন বা ভয় পান, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে দূতাবাসে গিয়ে সমস্যা জানানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে প্রবাসীরা তাঁদের সমস্যাসমূহ Help Desk-এ জানালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যতদ্রুত সম্ভব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবগত করে তা সমাধানের চেষ্টা করেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ফয়কার মোশাররফ হোসেন এমপি
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান শাখার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঋণ বিতরণ করছেন।

২.৫ ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কিম চালু ঃ

বিদেশ গমণকালে ঋণ গ্রহীতার জন্য সহজ শর্তে ও অল্প টাকায় চালু করা হয়েছে 'ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কিম'। এ পলিসি স্কিম একদিকে ঋণ গ্রহীতাকে তার গৃহীত ঋণের নিরাপত্তা প্রদান করছে, অপরদিকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে দেশে ফেরৎ আসার পর ক্ষতির হাত হতে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রবাসগামী কর্মীদের সার্বিক সমস্যার কথা চিন্তা করে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২.৬ অন লাইন ব্যাংকিং চালু ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সকল শাখায় ০১ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখ থেকে অন লাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। অনলাইন সুবিধার আওতায় এ ব্যাংকের যেকোন শাখায় গ্রাহকগণ টাকা জমা প্রদান ও নগদ গ্রহণ করতে পারবেন। এতে ঋণ গ্রহীতাদের অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হবে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাত্র ২ বছরের মধ্যে অন লাইন ব্যাংকিং চালু একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ।

২.৭ ব্যতিক্রমধর্মী সেবা প্রদান ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী কোন বিদেশগামী কর্মী তার জামিনদারগণের আর্থিক কারণে বা অসুস্থতার কারণে ব্যাংকে নিয়ে আসতে অসমর্থ হলে ব্যাংকের কর্মকর্তা নিজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে জামিনদারের স্বাক্ষর নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সেবা প্রদান করে আসছে। এতে ঋণ গ্রহীতার অর্থ এবং সময় উভয়ই সাশ্রয় হয়, যা ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির।

২.৮ আমানত প্রকল্পসমূহ ঃ

ব্যাংকে প্রবাসীদের জন্য ডিপিএসসহ নানা ধরণের মেয়াদী আমানতের সুযোগ রয়েছে যেমন- (১) সঞ্চয়ী হিসাব (২) পিডিএস (৩) দ্বিগুণ মেয়াদী আমানত (৪) স্থায়ী মেয়াদী আমানত। এ ব্যাংক প্রবাসীদের জন্য কল্যাণকর এমন সব প্রকল্প বাছাই করে এর চাহিদা নিরূপনকরত: ধারাবাহিকভাবে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ব্যাংকের লোগো সম্বলিত ছাতা প্রদান করছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সাথে উপস্থিত আছেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক।

American Center for International Labor Solidarity (বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত অভিবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে কাজ করে) এর সাথে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা সভা।

ফটো গ্যালারী

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান।

কলম্বো প্রসেস সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন ইরাকের মাননীয় শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নাসের আল রুবাইই।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মহোদয় বিদেশগামী কর্মীর হাতে অভিবাসন ঋণের চেক প্রদান করছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১২ উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী লিবিয়া হতে প্রত্যাগত বাংলাদেশী কর্মীদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন বিদেশী নাগরিককে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন।

মরিশাসস্থ গার্মেন্টস ক্যাপিটাল এসেনশিয়াল লিঃ এ কর্মরত একজন বাংলাদেশী কর্মীর বক্তব্য শুনছেন মাননীয় মন্ত্রী।

ইরাকের শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নাসের আল রুবাইই এবং মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি হস্তান্তর।

মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি'র নেতৃত্বে সৌদি প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করছেন মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

নির্বাচিত সিআইপিগণের কার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন।

ওমানের প্রতিনিধিদলের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন।

ওমানের প্রতিনিধিদলের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন।

ওমানের প্রতিনিধিদলের সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের র‍্যালিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

বিদেশ ফেরৎ কর্মীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ বিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের স্মার্ট কার্ড স্ক্যানিং কার্যক্রম।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের বৈদ্যুতিক কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের মেকানিক্যাল কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নির্মাণ কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের মেকানিক্যাল কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের গার্মেন্টস কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের মেকানিক্যাল কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের মেকানিক্যাল কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ড্রইং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের গার্মেন্টস কাজের প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের হাউজ কিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যান্ত্রিক কাজের প্রশিক্ষণ।

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), বি-বাড়ীয়া

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), চুয়াডাঙ্গা

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), গোপালগঞ্জ

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), গোপালগঞ্জ

নব নির্মিত কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC), নড়াইল

নির্মীয়মান আইএমটি (IMT), বালেশ্বহাট

নির্মীয়মান আইএমটি (IMT), বালেশ্বহাট

BKTTC, চট্টগ্রাম

সাফল্যের ৫ বছর

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়